লেবাননে সর্বশক্তি দিয়ে হামলার নির্দেশ নেতানিয়াহুর

সারে-জমিন

স্কুলে দেরিতে আসার 'শাস্তি' কালমেঘের পাতা খাওয়া!

রূপসী বাংলা

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ আজও কতটা প্রাসঙ্গিক

সম্পাদকীয়

আটদিন ধরে জলবন্দি বন্যা দুর্গতদের পাশে বিধায়ক

সাধারণ

চেন্নাই এক্সপ্রেস-কে বেলাইন করে ইতিহাস রচনা মহামেডানের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১১ আশ্বিন ১৪৩১
২৩ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 263 ■ Daily APONZONE ■ 27 September 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন নিয়ে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর ধর্ষণ কাণ্ডে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের মঞ্চে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দিয়ে নতুন করে গড়া হবে। আর তার মাথায় থাকবেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ। সেই মতো বৃহস্পতিবার নবান্নে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী যেখানে হাজির ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষরা, বিভাগীয় প্রধান, সিএমওএইচ, বিএমওএইচ, জেলাশাসক, পুলিশসুপাররা। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রেস্টরুম, ওয়াশরুম, সিসিটিভির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। এবার থেকে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হবেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষরাই। সদস্য হিসাবে থাকবেন এমএসভিপি, একজন জুনিয়র ডাক্তার, একজন সিনিয়র ডাক্তার বা বিভাগীয় প্রধান, সিস্টারের তরফে একজন। থাকবেন একজন করে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ।

বিলকিস নিয়ে গুজরাত সরকারের আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: ২০০২ সালের দাঙ্গায় বিলকিস বানোকে ধর্ষণ ও তার পরিবারের সাত সদস্যকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ১১ জনকে শাস্তি গুজরাত সরকার মওকুফ করলেও তা বাতিল করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই রায় ঘোষণার সময় গুজরাত সরকার সম্বন্ধে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য পুনর্বিবেচনার আবেদন বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বি ভি নাগরত্না এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চও উন্মুক্ত আদালতে রিভিউ পিটিশন তালিকাভুক্ত করার আবেদন খারিজ করে দেয়। সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ বলেছে, রিভিউ পিটিশনে আদেশের চ্যালেঞ্জ করার সঙ্গে সংযুক্ত কাগজপত্রগুলি সাবধানতার সাথে দেখার পরে, আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি যে আদেশে কোনও ত্রুটি নেই বা রিভিউ পিটিশন যোগ্য নয়। তাই আদেশটি পুনর্বিবেচনার দাবি খারিজ করা হল। গুজরাত সরকার তার আবেদনে বলেছিল যে ৮ জানুয়ারির রায়ে শীর্ষ আদালত রাজ্যকে "ক্ষমতা দখল" এবং "বিবেচনার অপব্যবহার" এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করে যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে তা মূলত তিনটি কারণে "স্পষ্ট ভুল"। গত ৮ জানুয়ারি শীর্ষ আদালত তার ঐতিহাসিক রায়ে ২০০২ সালের গুজরাত

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় বিলকিস বানো ও তার পরিবারের সদস্যদের গণধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ১১ জন দোষীকে ক্ষমা দেওয়ার গুজরাট সরকারের ১৫ আগস্ট, ২০২২ সালের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয় এবং এই ১১ জন দোষীকে দুই মাসের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়।
এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গুজরাত সরকার এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে ১১ জন দোষীর অকাল মুক্তি সম্পর্কিত আচরণের জন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে করা এই মন্তব্যগুলি দূরীভূত করার জন্য ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারির আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়।গুজরাত রাজ্য সরকার তার মামলায় শীর্ষ আদালতে বলেছে, রায়ে গুজরাত সরকারের বিরুদ্ধে মন্তব্য রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক হয়েছে। গুজরাত সরকার তাই সুপ্রিম কোর্টের কাছে রাজ্যের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্যগুলি মুছে ফেলার নির্দেশ চায়।
উল্লেখ্য, গুজরাত সরকার ২০২২ সালের মে মাসের রায়ের পরে ১৫ আগস্ট, ২০২২ তারিখে এই ১১ জন দোষীকে ক্ষমা মঞ্জুর করেছিল। বিলকিসের ১১ জন দোষীকে ক্ষমা করে তাদের মুক্তি দেওয়ায় গুজরাট সরকার বিপুল জনরোষের সৃষ্টি করে এবং সমাজকর্মী, আইনজীবী এবং নাগরিক সমাজ এটিকে "ন্যায়বিচারের গর্ভপাত" বলে অভিহিত করে। যে ১১ জন দোষীকে মুক্তি দিয়েছে তারা হলে যশবন্ত নাই, গোবিন্দভাই নাই, শৈলেশ ভাট, রাধেশাম শাহ, বিপিন চন্দ্র জোশী, কেশরভাই ভোহানিয়া, প্রদীপ মোধিয়া, বাকাভাই ভোহানিয়া, রাজুভাই সোনি,মিতেশ ভাট এবং রমেশ রূপাভাই চন্দনা।

মাদ্রাসার শিক্ষান্নোয়নে কংগ্রেস আমলে দেওয়া জমি ফেরানোর নির্দেশ রাজস্থান সরকারের

আপনজন ডেস্ক: বিজেপি শাসিত রাজস্থান সরকার উদয়পুর জেলার মাভলিতে একটি মাদ্রাসা (শিক্ষার উদ্দেশ্যে) নির্মাণের জন্য বরাদ্দ জমি বাতিল করার আদেশ জারি করেছে। ওই জমি মাদ্রাসা ইসলামিয়া গাউসিয়া আঞ্জুমান মাভলিকে বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০২২ সালে অশোক গেহলটের নেতৃত্বাধীন পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকার মাদ্রাসা নির্মাণের উদ্দেশ্যে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মশালা এবং অন্যান্য ভবন নির্মাণের জন্য পাবলিক ইউটিলিটি আইন ১৯৬৩ অনুযায়ী সরকারি জমি বরাদ্দ করেছিল ৪ বিঘা ১৬ কাটা জমি। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী কিছু গোষ্ঠীর লাগাতার বিরোধিতা ও বিক্ষোভের কারণে খাদ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মার নেতৃত্বাধীন বর্তমান বিজেপি সরকার সেই জমি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
আদেশে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়, বরাদ্দের সময় দাখিলকৃত প্রতিবেদন ও চলতি রেফারেন্স প্রতিবেদনের মধ্যে অসঙ্গতি নিয়ে তদন্ত করে দায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। দেরি না করে গৃহীত পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে বিভাগকে অবহিত করা উচিত।
সোমবার সর্ব হিন্দু সমাজ নামে একটি দক্ষিণপন্থী সংগঠন মাভলিতে বনধ বাতিলের দাবিতে

বনধের ডাক দেয়, সেই সময় কয়েকশো লোক রাস্তায় নেমে ধর্নায় বসে। এরপর শহরের বাজারগুলো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ ফতেনগর, সানওয়াদ, ঘাসা, ডাবক, পালানাকানলা এবং খেমলিতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করে এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করেছে। স্থানীয় সাংসদ তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সিপি জোশীও জমি বন্টনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নেন। তারা মাদ্রাসার জমির অনুমতি বাতিলের দাবি জানান। সেই দাবি মেনে নিল রাজস্থানের বিজেপি সরকার। ডেপুটি সেক্রেটারি বার্দি চাঁদ গাঙ্গওয়াল উদয়পুর জেলা কালেক্টর অরবিন্দ পোসওয়ালকে পূর্ববর্তী বিভাগীয় অনুমোদন (২৮ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখের) বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে মাভলিতে চার বিঘা ১৬ বিঘা জমি মঞ্জুর করেছিল। সেসময় রাজস্থান ভূমি রাজস্বের আওতায় অশোক গেহল সরকার জমিটি বিনামূল্যে বরাদ্দ করেছিল।

'জীবিতপুত্র' উৎসব পালনের সময় স্নান করতে গিয়ে ৪৬ জন ভক্তের মৃত্যু বিহারে

আপনজন ডেস্ক: বিহার জুড়ে তিন দিনব্যাপী 'জীবিতপুত্র' উৎসব উদযাপনের সময় নদী ও পুকুরে পুণ্যস্নান করতে গিয়ে ৩৭ শিশুসহ ৪৬ জন ডুবে মারা গেছে বলে বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।
মৃত ৪৬ জনের মধ্যে চারজন নারীও রয়েছেন। ২০২৩ সালে রাজ্যে 'জীবিতপুত্র' উৎসব উদযাপনের সময় মোট ২২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এই উপলক্ষে মহিলারা তাদের সন্তানদের মঙ্গলের জন্য উপবাস পালন করেন। তিন দিনব্যাপী এ উৎসব 'নাহে খায়' দিয়ে শুরু হয় এবং ভক্তরা এ উপলক্ষে নদী ও পুকুরে পুণ্যে স্নান করেন। বৃহস্পতিবার বিহার সরকারের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'জিটিয়া' বা 'জীবিতপুত্র' উৎসবের সময় রাজ্য জুড়ে নদী ও পুকুরে পুণ্যস্নান করতে গিয়ে ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং তিনজন নিখোঁজ হয়েছেন। বুধবার উৎসব চলাকালীন রাজ্যের ১৫টি জেলা থেকে এই মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত মোট ৪৩ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বিহারের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর জানিয়েছে, আরও তল্লাশি অভিযান চলছে। পূর্ব চম্পারণ, পশ্চিম চম্পারণ, ঔরঙ্গাবাদ, নালন্দা, কৈমুর, বক্সার, সিওয়ান, রোহতাস,

সারন, পাটনা, বৈশালী, মুজফফরপুর, সমস্তিপুর, গোপালগঞ্জ ও আরওয়াল জেলায় ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ঔরঙ্গাবাদে ৮ জন, কাইমুর ৭ জন, পাটনা, সারান, পূর্ব চম্পারণে ৫ জন করে, পশ্চিম চম্পারণে ৩ জন, রোহতাস ৩ জন, বৈশালী, সমস্তিপুর ও মুজফফরপুরে ২ জন করে, গোপালগঞ্জ ও আরওয়াল জেলায় ১ জন করে মারা গেছেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং মৃতদের মধ্যে আটজনের পরিবারের সদস্যরা ইতিমধ্যে তা পেয়েছেন। সারনের জেলাশাসক আমন সমীর বলেন, আমরা বারবার মানুষকে অনুরোধ করছি যে শুধুমাত্র জেলা প্রশাসনের রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটগুলিতে যেন এই উৎসব পালন করা হয়। মেই সতর্কতা না মানায় এই বিপদের কারণ।

৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে প্রতিবেশীকে মৃত্যুদণ্ড দিল আদালত

আপনজন ডেস্ক: কলকাতায় ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে প্রতিবেশীকে মৃত্যুদণ্ড দিল আদালত। চকলেট খাইয়ে মেয়েটিকে অপহরণ করেছিল ওই ব্যক্তি সাত বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুন করে বস্তার ভিতরে মৃতদেহ উদ্ধারের দেড় বছর পর কলকাতার একটি আদালত তার প্রতিবেশীকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছে। স্কটিশ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথকে উদ্ধৃত করে বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণার সময় বিশেষ সুরক্ষা সংস্থা পকসো আদালত এই রায় ঘোষণা করে বলেছে, দোষীদের প্রতি দয়া করা মানে নির্দোষের প্রতি নিষ্ঠুরতা। ২০২৩ সালের ২৬ মার্চ সকালে কলকাতার তিলজলা এলাকার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই কিশোরী। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ ব্যাপক তল্লাশি চালায় এবং সেদিন সন্ধ্যায় এক প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের ভিতরে একটি বস্তার মধ্যে তাঁর দেহ পাওয়া যায়। প্রতিবেশীকে অলোক কুমার শ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তদন্তে জানা গেছে যে তিনি মেয়েটিকে চকোলেট অফার করার পরে অপহরণ করেছিলেন। এরপর তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করার আগে তাকে যৌন নির্যাতন করে। এই ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং বিক্ষোভকারীরা বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং একটি পুলিশ স্টেশনও ভাঙচুর করে।
কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগ এই মামলার তদন্ত করে ২০২৩ সালের ১৬ জুন চার্জশিট জমা দেয়। ২৪ শে জুলাই বিশেষ পকসো আদালতে চার্জ গঠন করা হয়েছিল। বুধবার কিশোরীকে অপহরণ, ধর্ষণ ও খুনের দায়ে পৃথ্বীকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। । এই বিচার চলাকালীন ৪৫ জনেরও বেশি সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়েছিল।
আদালতের নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রাজ্যের ভিকটিম কমপেনসেশন স্কিমের আওতায় নির্যাতিতার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
বৃহস্পতিবার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করে তারা বলেছে, সাত বছরের মেয়েটিকে যেভাবে যৌন নির্যাতন ও হত্যা করা হয়েছে তা এই অপরাধকে 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' ঘটনার পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

'মুডা' কাণ্ডের জেরে রাজ্যে সিবিআইয়ের সাধারণ সম্মতি তুলে নিল কর্নাটক

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় এজেন্সির 'অপব্যবহার' হচ্ছে অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার কর্নাটক মন্ত্রিসভা রাজ্যের বিভিন্ন মামলার তদন্তে সিবিআইকে দেওয়া সাধারণ সম্মতি প্রত্যাহার করে নিল। মাইসুরু আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা 'মুডা'র জমি বণ্টনে কেলেঙ্কারির অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে লোকায়ুক্ত পুলিশ তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার একদিন পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এটাও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এখন থেকে সরকার এবং রাজভবনের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ মন্ত্রিসভা দ্বারা পরীক্ষা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এইচ কে পাতিল সাংবাদিকদের বলেন, সিবিআই তদন্তের অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। পাতিল জোর দিয়ে বলেন যে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের সাথে মুডা মামলার কোনও সম্পর্ক নেই এবং এই মামলায় সিবিআই তদন্তের সম্ভাবনা রোধ করার জন্য এই পদক্ষেপের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছেন।
পাটিল বলেন, কেন্দ্রীয় সংস্থা তার যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বিচক্ষণ না হওয়ার ফলেই এই সিদ্ধান্ত। দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট (ডিএসপিই) অ্যাক্ট, ১৯৪৬-এর ৬ নম্বর ধারা অনুসারে, কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) তাদের এক্তিয়ারে তদন্ত পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির সম্মতি প্রয়োজন।
অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির তালিকায় কর্নাটক সর্বশেষ রাজ্য যারা কেন্দ্রীয় সংস্থাকে সাধারণ সম্মতি প্রত্যাহার করেছে। অন্য রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও তামিলনাড়ু। বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী গলি জনার্দন রেড্ডির বিরুদ্ধে অবৈধ খনির মামলা উল্লেখ করে পাতিল বলেন, এমন অসংখ্য মামলা রয়েছে যেখানে সিবিআই চার্জশিটও দাখিল করেনি। আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলেও মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে কিনা জানতে চাওয়া হলে পাতিল বলেন, তাহলে আদালতের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। বিরোধী দল বিজেপি মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে। বলেছে, এর ফলে ওরা আরও লুটপাট করতে পারবে।

আল-আমীন মিশন
স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

Al-Ameen Mission 38 Years in service to the society

পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

আর মাত্র 4 দিন বাকি ফর্ম পূরণের

■ শুধুমাত্র Online-এ ফর্ম পূরণ চলছে

■ ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪

website: www.alameenmission.org

■ প্রবেশিকা পরীক্ষা: ৬ অক্টোবর ২০২৪, রবিবার

সারা রাজ্যে ৭১-টি সেন্টারে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে

For Application Form

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩/৫৯/৬৬ সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ১৫৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬/৭৯ ওয়েবসাইট: www.alameenmission.org

প্রথম নজর

নিখোঁজ মৎস্যজীবীর মৃতদেহ উদ্ধার

নকীব উদ্দিন গাজী ● জম্বুদ্বীপ

আপনজন: অবশেষে জম্বুদ্বীপের কাজ থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ মৎস্যজীবী পাতুরি দাসের দেহ। গত রবিবার দিন এফবি বাবা গোবিন্দ নামক ট্রলার থেকে নিখোঁজ ৯ জন মৎস্যজীবীর মধ্যে আটজনের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও নিখোঁজ ছিল বছর ৬৬ পাতুড়ি দাস। এরপর থেকেই প্রশাসন ওই নিখোঁজ মৎস্যজীবীর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল।
গতকালের স্থানীয় মৎস্যজীবীরা দেখতে পায় জম্বু দ্বীপের কাছাকাছি এলাকায় এক মৎস্যজীবীর দেহ ভাসছে এর পর এই প্রশাসনকে খবর দিলে প্রশাসন গিয়ে ওই দেহ উদ্ধার করে প্রথমে দারিকনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে কাকদ্বীপ পুলিশ মর্গে নিয়ে আসা হয় আজ সকালে তার দেহ দেখার পরেই তার পরিবারের লোকজনকে ডাকা হলে তার পরিবারের লোকজন সনাক্ত করেন দেহ। মৃত মৎস্যজীবীর ছেলে দেহ সনাক্ত করে ।
ময়নাতদন্ত করার পর পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেয়া হবে বলে জানা যায়।
ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মৃত মৎস্যজীবী পরিবারদের হাতে দু লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করার পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয় মৎস্যজীবী পরিবারদের।
বুধবার দিন রাতে রাজ্যের প্রতিবন্ধী সংগঠনের পক্ষ থেকে কান্তি গাঙ্গুলী নিজে ওই মৎস্যজীবী পরিবারদের হাতে প্রতিবন্ধী সংগঠনের পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা ও এক মাসের খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন।

ফের বিক্ষোভ মালদা মেডিক্যালের অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ফের কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করল অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। কর্মীদের অষ্টম শ্রেণী পাস সার্টিফিকেট লাগবে এমনটাই দাবি অস্থায়ী কর্মীদের দিতে হবে বলে জানিয়েছে কন্ট্রাক্টর। মালদাতে শিক্ষাগত যোগ্যতার নথি দেখতে চাওয়ায় বিপাকে পড়ে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন সাফাইকর্মীরা।
বৃহস্পতিবার সকালে মালদহ মেডিক্যাল কলেজে ঘটনাটি ঘটেছে।
মেডিক্যাল কলেজে ১৭০জন অস্থায়ী সাফাই কর্মী রয়েছেন। প্রায় ৩০ বছর ধরে তাঁরা কাজ করছেন হাসপাতালে বিভিন্ন ওয়ার্ডে। হঠাৎ করে সরকারের নতুন আইন যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদেরকে শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য ৮মাস সার্টিফিকেট দিতে হবে। কিন্তু সাফাই কর্মীদের দাবি, তারা এতদিন ধরে কাজ করে আসছে কোনরকম সার্টিফিকেট না দিয়েই। তারা সাফাই কর্মী টিপ সই দিয়ে বেতন তোলেন। তারা সার্টিফিকেট কোথায় পাবে।
অন্যদিকে যিনি কন্ট্রাক্টর রয়েছেন তিনি জানাচ্ছেন এটি সরকার নতুন নিয়ম করেছে তাই সকলকে সার্টিফিকেট দিতে হবে। তাই নিয়ে সকাল থেকেই মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে আন্দোলনে নেমেছেন অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। পাশাপাশি অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের অভিযোগ এখনো পর্যন্ত তাদের পুজো আর মাত্র কয়দিন এখনো পুজোর বোনাস তারা পায়নি সেই দাবিকেও তুলে সামনে রেখেও আন্দোলন করছেন অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা। অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা বলেন আমরা কোথায় পাবো অষ্টম শ্রেণী পাস সার্টিফিকেট আমরা যদি পড়াশুনা জানতাম তাহলে টিপসই দিয়ে টাকা তুলতাম কেন এতদিন ধরে কোন সমস্যা ছিল না আজ হঠাৎ নতুন করে নিয়ম চালু হচ্ছে আমরা যাব কোথায় সামনে পুজো পুজোর বোনাস দেওয়ার কথা থাকলো এখন পর্যন্ত কোন বোনাস পাওয়া যায়নি।তাই আজ অস্থায়ী কর্মীরা সকাল থেকে হসপিটাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

আমতা কমিউনিটি রান্নাঘর

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়ার নেতৃত্বে উদয়নারায়ণপুর ও আমতা বন্যা কবলিত এলাকার মানুষদের জন্য কমিউনিটি রান্নাঘর পরিষেবা চালু হয়েছে।বুধবার হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে মাখালদা এবং খেজুরদহ গ্রামে

১০০০ টিরও বেশি বাসিন্দাদের মধ্যে রান্না করা, শুকনো খাদ্য, পানীয় জল বিতরণ করা হয়।

স্কুলে দেরিতে আসার 'শাস্তি' হল কালমেঘের পাতা খাওয়া!

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● বেলডাঙ্গা

আপনজন: শিক্ষার্থীদের অভিনব শাস্তি দিলেন শিক্ষক। বিদ্যালয়ে দেরিতে আসায় খেতে হল উপকারী ভেষজ উদ্ভিদ কালমেঘের পাতা। ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গার নওপুকুরিয়া নূতনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।
এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুখময় সাহা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার এই সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ভিডিওতে দেখা গেছে কয়েকজন খুদে পড়ুয়া দেরিতে বিদ্যালয়ে এসেছে। তাদের শাস্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয় কালমেঘ গাছের পাতা খেতে হবে। পরে শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর সময় সুখময় সাহা শিক্ষার্থীদের কালমেঘ গাছের পাতা খাওয়ার উপকারিতা বর্ণনা করেন।বিদ্যালয় চত্বরেই রোপণ করা ছিল কালমেঘ গাছ। সেখান থেকে উপকারী এই পাতা ছিড়ে খাওয়ানো হয়। এই "উপকারী শাস্তি" দেখে হেঁসে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ব্যবহারকারীদের। মশকরা করে মন্তব্যের ঘরে নানা প্রকার মন্তব্য করেছেন তারা।

উল্লেখ্য স্বাদে তিতো এই কালমেঘ গাছের পাতার উপকারীতা গুলি হল- সর্দি-কাশি-জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস, বাত, অর্শ প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে কার্যকরী। পাকস্থলী ও যকৃতের শক্তিবর্ধক ও রেচক হিসাবে কাজ করে। কোষ্ঠকাঠিন্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্বালা ভাব দূর হয়।এছাড়া আরও নানাবিধ উপকারীতা রয়েছে ভেষজ এই উদ্ভিদের।
এমন "অভিনব শাস্তি" বিষয়ে শিক্ষক সুখময় সাহা বলেন, 'বহুকাল ধরে মানুষ ঔষধ হিসাবে ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহার করে আসছে, এমন অনেক গাছই আমাদের ঘরের আশেপাশে অযত্নে বড় হয়ে উঠছে, কিন্তু সচেতনতা ও সংরক্ষণের অভাবে এই গাছগুলি এখন হারিয়ে যেতে বসেছে, তাই আমাদের বিদ্যালয়ে ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে ধারণা দানের জন্য কালমেঘ, তুলসী, কুলেখাড়া, নিম, পাথরকুচি, বাসক, থানকুনি প্রভৃতি গাছগুলি টবে লাগানো রয়েছে। অন্যদিকে শিশু শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সুযোগ থাকলে এবং তা যদি আনন্দ পরিসরে হয়, তাহলে সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষা লাভ করে তার স্থায়িত্ব দীর্ঘপ্রসারী হয়। তাই এদিন বিদ্যালয়ে দেরি করে আসা খুদেদের একটা করে কালমেঘ পাতার টুকরো মুখে দিতে বলি।

আদালতের নির্ধারিত সময়ের আগেই এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু: ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বিদ্যাসাগর কোন কাল খন্ডে প্রাসঙ্গিক নয়।বঙ্গ জীবন যতদিন থাকবে বিদ্যাসাগর মহাশয় ততদিনই প্রাসঙ্গিক থাকবেন। ২০৫ তম জন্ম দিনে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কলেজ স্কোয়ারে মূর্তিতে মাল্যদান করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই মন্তব্য করেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।
এসএসসির মেধা তালিকা প্রকাশ প্রশ্নে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন এ ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে এসএসসির চেয়ারম্যান জানাতে পারবেন। আমি শুধু বলব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

যেমনটা চেয়েছিলেন, ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন দ্রুত নিয়োগের। আদালতের নির্ধারিত সময়ের আগেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কমিশন মেধা তালিকা প্রকাশ করেছে। কাউন্সেলিং এর প্রক্রিয়াও শুরু হবে। তবে তা নির্দিষ্ট করে দিনক্ষণ এস এস সি চেয়ারম্যান বলতে পারবেন।
আমরা তো আশাবাদী। এর আগেও আমরা বলেছি, একে একে জট আমরা ছাড়াবো। প্রাথমিকে নিয়োগ হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং একটা স্টেবল অবস্থাতে এসে যাবে খুব শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রী যেমনটা চান সেটাই হবে। বিজেপির রাজ্য সভাপতির আনা থ্রেট কালচার অভিযোগ প্রসঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, সুকান্ত বাবুর মনে হয় জানা নেই কোথাও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোন ইউনিয়ন নেই। উনি যদি খবর নিতেন জানতে পারতেন সাত বছর কোন নির্বাচন হয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৮অগস্ট ঘোষণা করেছেন পুজোর পর ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ভাবতে।

ভারতে পৌঁছল পদ্মার ইলিশ

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন:উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁর পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বৃহস্পতিবার ভারতে পৌঁছল পদ্মার ইলিশ । জানা গিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতে ২৪২০ মেট্রিক টন ইলিশ রফতানি করবার জন্য ৪৯টি রফতানিকারক সংস্থাকে অনুমতি দিয়েছে । প্রাথমিকভাবে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে বৃহস্পতিবার ভারতে দু'টি ট্রাকে ইলিশ এসে পৌঁছয় । অক্টোবর মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত ধাপে ধাপে মোট ২৪২০ টন ইলিশ এসে পৌঁছবে ভারতে । এখনও পর্যন্ত দু'টি ট্রাকে ৮ থেকে ৯ টন ইলিশ মাছ ভারতে এসে পৌঁছেছে । সূত্রে খবর এদিন রাতে আরও ৭-১০টা মাছের গাড়ি আসার কথা রয়েছে । এই ইলিশ যাবে কলকাতায় । আগামিকাল থেকে বাজারে পাওয়া যাবে পদ্মার ইলিশ ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী খয়রাশোলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ২৬ শে সেপ্টেম্বর পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর জন্মদিন।সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকেও দিনটি মহাসমারোহে এবং নানান অনুষ্টানের মাধ্যমে পালিত হচ্ছে।সেরূপ খয়রাশোল থানা ও স্থানীয় সমাজসেবী মাধব লাহার যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার খয়রাশোল থানা লাগোয়া বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
পাশাপাশি উনার জীবনবৃত্তান্ত,সমাজসংস্কারক তথা বিধবা বিবাহ সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়।

পূর্ব বর্ধমানের নতুন জেলাশাসক আয়েশা রানী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের নতুন জেলাশাসক হিসেবে যোগদান করছেন আয়েশা রানী আইএএস । পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন কে রাধিকা আইয়ার । তাকে বদলি করা হয়েছে সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এ । আয়েশা রানী মেদিনীপুর ডিভিসিনের ডিভিশনাল কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন । সাহসী জেলাশাসক হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম আছে রাজ্যজুড়ে । এর আগে তিনি ঝারগ্রাম ,দক্ষিণ দিনাজপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় জেলাশাসক থাকার সময় অবৈধ খাদান ,অবৈধ বালি ব্যবসা,

ফুটপাত দখল মুক্ত, দুর্বল ব্রিজে গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া সহ বহু সাহসী কাজের তিনি প্রশংসা পেয়েছেন । ২৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যের সেক্রেটারি জগদীশ প্রসাদ মিনা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে এ খবর জানিয়েছেন। আয়েশা রানী ২০০৯ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডারের আইএ এস । পূর্ব বর্ধমানের শিক্ষা বিষয়ক দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত জেলাশাসক সানা আখতারকেও।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING

EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES

A Project of Amanat Foundation

আর ভিন রাজ্যে নয়!

ছেলেদের নার্সিং স্কুল এখন কলকাতার বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে GNM কোর্সে ভর্তি চলছে

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।

❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।

❑ ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)

MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ

6295 122 937

9732 589 556

https://bbinursing.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

সামাজিকমাধ্যমে সরকারের সমালোচনা, সৌদি নাগরিকের ৩০ বছরের দণ্ড

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করায় মোহাম্মদ আল-গামদি নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে ৩০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির সরকার। শুরুতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও পরে সেই সাজা বাতিল করেন আদালত। এরপর দুই মাসের কম সময়ের ব্যবধানে সৌদি আদালত নতুন সাজা ঘোষণা করেছেন বলে জানিয়েছেন অভিযুক্তের ভাই সাঈদ আল-গামদি।

সৌদি আরবের বর্তমান ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের শাসনামলে দেশটিতে বাকস্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। মোহাম্মদ আল-গামদির সাজাও ভিন্নমত দমনের অংশ বলে মনে করছেন সমালোচকরা। মানবাধিকার সংস্থাগুলোও এর প্রতিবাদ করে আসছে।

এর আগে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে মোহাম্মদ বিন সালমান এই মামলাটি নিয়ে মন্তব্য করেন। সরকার এতে 'লজ্জিত' উল্লেখ করে রায় পরিবর্তনের আশা ব্যক্ত করেন সালমান।

সাঈদ আল-গামদি বার্তা সংস্থা এএফপি'কে বলেন, গত আগস্ট মাসে মোহাম্মদ আল-গামদির মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা হয়। তবে আপিল আদালত তাকে একই অভিযোগে ৩০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন।

যুক্তরাজ্যে অবস্থানকারী ইসলামিক স্কলার সাঈদ আল-গামদি বলেন, সৌদি আরবে সরকারের সমালোচকদের ওপর কঠোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এই সাজা দেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, ৫০ বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোহাম্মদ আল-গামদিকে ২০২২ সালের জুন মাসে গ্রেফতার করা হয়।

ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ইলন মাস্কের প্রেমের গুঞ্জন

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্কের সঙ্গে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে সম্প্রতি একটি ছবিতে দেখা গিয়েছে। তাদের সেই ছবি ও ভিডিও বর্তমানে ভাইরাল হয়েছে সর্বত্র। এরপরই সামাজিক মাধ্যমে সবার একটাই প্রশ্ন তবে কী এরা দুজনে ডেটিং করছেন।

নিউইয়র্কের একটি অনুষ্ঠানে দু'জনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। মাস্কও সেখানে মেলোনিকে একজন সৎ, উদ্দমী নারী হিসেব উল্লেখ করেছেন। এমনকি, সবার সামনে মেলোনির সৌন্দর্য নিয়েও প্রশংসা করতে ভোলেননি মাস্ক।

পুরস্কার তুলে দেওয়ার সময় মাস্ক বলেন, এটি সম্মানের বিষয় যে এই প্রশংসা এমন কারোর প্রতি করা হচ্ছে, যিনি শুধু বাইরে থেকেই সুন্দর নন, ভিতর থেকেও সুন্দর। ইলন মাস্কের প্রশংসার বিপরীতে পাল্টা ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি মেলোনিও। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া পোস্টে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মেলোনি সেই ধন্যবাদ এক্স পোস্টেও জানান। ইতালির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেলোনি যেভাবে কাজ করেছেন তারও ভূয়শী প্রশংসা শোনা গেছে ইলনের মুখে। মাস্কের এই প্রশংসার জবাব দিয়েছেন মেলোনিও। তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, এই প্রশংসার জন্য ইলন মাস্ককে ধন্যবাদ জানাই। তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তবে তারা কি আসলেই ডেটিং কিংবা সম্পর্কে জড়িয়েছেন, তা কেউই নিশ্চিত করেননি। এদিকে, টেসলার একটি ফ্যানক্লাব দুজনের ছবি পোস্ট কর প্রশ্ন তোলে, এটা কি মনে করা যায় যে, তারা ডেটিং করছেন? যার উত্তরে টেসলাপ্রধান মুখ খোলেন। সাফ জানিয়ে দেন, ডেটিং নয়।

লেবাননে সর্বশক্তি দিয়ে হামলার নির্দেশ নেতানিয়াহুর

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে হিজবুল্লাহর অবস্থান লক্ষ্য করে সর্বশক্তি দিয়ে হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে খবর প্রকাশ হতে থাকে হিজবুল্লাহর সঙ্গে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইসরায়েলের অস্ত্রবিরতি হবে। তবে এই খবর প্রত্যাখ্যান করে নেতানিয়াহু জানান, তিনি লেবাননে সর্বশক্তি দিয়ে হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে নেতানিয়াহুর দফতর থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'অস্ত্রবিরতির এই প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের। প্রধানমন্ত্রী এটি এখন পর্যন্ত দেখেননি।'

যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কয়েকটি আরব দেশ যৌথভাবে একটি বিবৃতি দেয়। এতে লেবাননে ২১ দিনের জন্য অস্ত্রবিরতির কথা বলা হয়। এছাড়া ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১২তে একটি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, নেতানিয়াহু লেবাননে হামলার তীব্রতা কমানোর নির্দেশনা দিয়েছেন। তবে চ্যানেল-১২র প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে নেতানিয়াহুর দফতর জানায়, তিনি হামলার তীব্রতা কমানো নয়; বরং লেবাননে হিজবুল্লাহর অবকাঠামো লক্ষ করে পূর্ণশক্তি দিয়ে হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়া একই সময় লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত গাজায়ও হামলা অব্যাহত থাকবে বলে জানায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর অফিস।

দখলদার ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাতজও পরবর্তীতে মাইক্রো ব্লগিং সাইট এক্সে এক পোস্টে জানান, 'দক্ষিণে (লেবাননে) কোনো ধরনের অস্ত্রবিরতি হবে না।'

তিনি বলেন, 'বিজয়ের আগ পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত রাখব আমরা। যেন উত্তরের বাসিন্দারা নিরাপদে তাদের বাড়িতে ফিরতে পারেন।'

গত বছরের ৮ অক্টোবর থেকে হামাসের সমর্থনে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলের বসতিতে হামলা চালানো শুরু করে হিজবুল্লাহ। এরফলে দখলদার ইসরায়েল তাদের ৭০ হাজার বাসিন্দাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। যারা এখনো ফিরতে পারেননি। এখন ইসরায়েল চাইছে হিজবুল্লাহর উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে সীমান্ত থেকে সরিয়ে দিতে। যেন উত্তরের বাসিন্দারা তাদের বাড়িতে ফিরতে পারেন।

এদিকে গত সোমবার থেকে লেবাননে ব্যাপক হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের দাবি, সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে এসব হামলা চালানো হচ্ছে। হামলায় এখন পর্যন্ত ৬২০ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার এক দিনে নিহত হয়েছেন ৭২ জন। আহত হন প্রায় ৪০০ জন।

রাশিয়ার ব্রিকস সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিতে চায় তালেবান

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান বুধবার নিশ্চিত করে, তারা আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার আয়োজিত উদীয়মান অর্থনীতি সম্পন্ন প্রধান রাষ্ট্রসমূহের আন্তঃসরকারি গোষ্ঠী ব্রিকস-এর আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেয়ার কথা জানিয়েছে। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে গঠিত ব্রিকস। ব্রিকস-এর ১০ সদস্য দেশের নেতারা ২২-২৪ অক্টোবর রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল শহর কাজানে বৈঠক করবেন। মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত এ বছর ব্লকটিতে যোগ দেয়। তালেবানের ডেপুটি মুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত তাদের সরকারি সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানে প্রচারিত এক ভিডিও বার্তায় বলেন, 'ব্রিকস একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ফোরাম এবং একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসেবে আফগানিস্তানের এই ধরনের অর্থনৈতিক সমাবেশে যোগ দেয়া উচিত।' ফিতরাত কাবুলে তাদের সরকারি শিরোনাম ব্যবহার করে বলেন, 'ইসলামী আমিরাত আসন্ন ব্রিকস ফোরামে উপস্থিত থাকতে চায় এবং এই অনুরোধটি আনুষ্ঠানিকভাবে আয়োজক দেশকে জানানো হয়েছে।'

তালেবান আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো দেশের স্বীকৃত নয়। তিনি আর কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি।

তালেবানের দাবির বিষয়ে রাশিয়ার কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তিন বছর আগে যখন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্যের দেশগুলো তৎকালীন বিদ্রোহী তালেবানের সাথে প্রায় দু'দশকের যুদ্ধের পর তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়, তখন থেকে মস্কো আফগানিস্তানের এই কার্যক্ষম সরকারের নেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

কিন্তু স্বীকৃতি প্রদানের ইস্যুতে বৈশ্বিক ঐকমত্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তালেবানকে একটি বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি রাশিয়া। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দ্বি-পক্ষীয় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনার জন্য তালেবান প্রতিনিধিদল বারবার মস্কো সফর করেছে।

জাতিসঙ্ঘ এবং অন্যান্য দেশ

তালেবান শাসনকে কূটনৈতিক বৈধতা দেয়ার কথা বিবেচনা করার আগে জাতিসঙ্ঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বারবার নারীদের ওপর বিধিনিষেধ দ্রুত প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছে।

তালেবান নেতারা তাদের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করে বলে, এগুলো স্থানীয় সংস্কৃতি এবং শরিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চীন ও তালেবান

চীনও কাবুলের সাথে তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়িয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ দু'টি দেশের মধ্যে চীন একটি, যারা আনুষ্ঠানিকভাবে তালেবান-নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করেছে।

চীনা কোম্পানিগুলো তালেবানের সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতা বাড়াতে প্রধানত আফগান খনির খাতকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

তালেবানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি গত সপ্তাহে কাবুলে একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, তাদের সরকার বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪০টি আফগান দূতাবাস এবং কনস্যুলেট নিয়ন্ত্রণ করে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করছে। তিনি বলেন, তালেবান পশ্চাত্যের দেশগুলোর সাথে ''বন্ধুত্বপূর্ণ' সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী।

আস্থা ভোটে জয়ী ট্রুডো, তবে চ্যালেঞ্জ অব্যাহত

আপনজন ডেস্ক: কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো আস্থা ভোটে জিতে তার সংখ্যালঘু সরকারকে আপাতত টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বুধবার পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত এই আস্থা ভোট ছিল তার লিবারেল সরকারের জন্য প্রথম বড় পরীক্ষা। ভোটে তার সরকার সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়। তবে, বিগত ৯ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা ট্রুডো সরকারের জনপ্রিয়তা সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে কমতে শুরু করেছে, যার ফলে এই অনাস্থা ভোটের আয়োজন করা হয়।

তবে আস্থা ভোটে জয়ী হলেও ট্রুডোর রাজনৈতিক সমস্যা এখানেই শেষ হচ্ছে না। বিরোধী কনজারভেটিভ দল থেকে জানানো হয়েছে, আগামী মঙ্গলবারের মধ্যেই তারা আবারও সরকারের পতনের চেষ্টা চালাবে। বিরোধীদল কনজারভেটিভ নেতা পিয়েরে পোইলিভরে সরকারের সামনে আরও বড় সংকট তৈরির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি সরকারকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করতে চান। আস্থা ভোটের সময় পার্লামেন্টে উত্তপ্ত আলোচনা হয়। সংসদ সদস্যরা একে অপরের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখেন। অনাস্থা প্রস্তাবে কনজারভেটিভদের পক্ষে ১২০টি ভোট পড়ে। অন্যদিকে ট্রুডোর বিরুদ্ধে আনা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ২১১টি ভোটে জয়ী হয় তার সরকার। কানাডায় সাধারণ নির্বাচনের এখনও বেশ কিছু সময় বাকি থাকলেও, টোরি নেতা পিয়েরে পোইলিভরে চাইছেন দ্রুত নির্বাচন আয়োজন করতে। কারণ, বর্তমান সময়ে ট্রুডোর নেতৃত্বাধীন সরকারের জনপ্রিয়তা এবং অবস্থান বেশ নড়বড়ে। এই পরিস্থিতির জন্য তিনি মূলত বামপন্থী নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টিকে (এনডিপি) দায়ী করছেন। কারণ, দীর্ঘদিন লিবারেলদের সঙ্গে জোটে থাকা এনডিপি সম্প্রতি তাদের সমঝোতা ভেঙে দেয়। এরপর থেকেই কনজারভেটিভরা সরকার পতনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কনজারভেটিভ নেতা পিয়েরে পোইলিভরে সরাসরি আক্রমণ করে বলেছেন, ট্রুডোর সরকার গত ৯ বছরে দেশের জীবনযাত্রার ব্যয়, আবাসন সমস্যা এবং অপরাধের সংখ্যা কমাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও, জাতীয় ঋণের পরিমাণও এ সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে। মঙ্গলবারের বিতর্কে বিরোধী নেতা স্পষ্টভাবে বলেন, দীর্ঘ ক্ষমতায় থাকার পরেও লিবারেল সরকার কানাডার জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইসরায়েলের হামলার পরও অটুট হিজবুল্লাহর সুড়ঙ্গ-অস্ত্রাগার

আপনজন ডেস্ক: নমনীয় কাঠামোর চেইন অব কমান্ড, বিস্তৃত সুড়ঙ্গ নেটওয়ার্ক ও গত এক বছরে ক্ষেপণাস্ত্র এবং অন্যান্য অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলার কারণে হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের হামলা সামলে উঠতে পারছে। ইরান-সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র এই গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত তিনটি সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে। গত সপ্তাহে ইসরায়েলের হামলায় হিজবুল্লাহর জ্যেষ্ঠ কমান্ডারদের টার্গেট করা হয় এবং পেজার ও ওয়াকি-টকি বিস্ফোরণেও অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। গত শুক্রবার ইসরায়েলের হামলায় হিজবুল্লাহর অভিজাত রাদওয়ান বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও নেতৃত্ব দেওয়া ইব্রাহিম আকিল নিহত হন। সোমবার বৈরুতে হামলায় ৫৬০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৫০ জন শিশু ও ৯৪ জন নারী ছিল বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

রোববার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর প্রধান হার্জি হালেভি দাবি করেছেন, আকিলের মৃত্যু হিজবুল্লাহকে নাড়া দিয়েছে। তার দাবি, হামলায় হিজবুল্লাহর হাজার হাজার রকেট ও শেল ধ্বংস হয়েছে। তবে হিজবুল্লাহর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত দুটি সূত্র বলেছে, গোষ্ঠীটি দ্রুতই হামলায় নিহত আকিল এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ কমান্ডারদের দায়িত্ব প্রতিস্থাপন করেছে। হিজবুল্লাহ নেতা সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ ১ আগস্টের একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, যখনই কোনো নেতাকে হত্যা করা হয়, তখন দলটি দ্রুত তার শূন্যস্থান পূরণ করে। হিজবুল্লাহর একজন কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, যোগাযোগ ডিভাইস বিস্ফোরণে দেড় হাজার যোদ্ধা আহত হয়েছেন। তাদের অনেকেই অন্ধ হয়ে গেছেন বা তাদের হাত উড়ে গেছে। এটি একটি বড় ধাক্কা হলেও হিজবুল্লাহর শক্তির একটি ভগ্নাংশই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় যা ঘটছে তার জন্য পুরো বিশ্বকে দায়ী করলেন মাহমুদ আব্বাস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও অবরুদ্ধ গাজায় রক্তপাতের অবসানে ইসরায়েলে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেওয়া বক্তৃতায় অবিলম্বে গাজা যুদ্ধ অবসানে ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান তিনি। মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, ওয়াশিংটন গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলকে কূটনৈতিক আচ্ছাদন দিচ্ছে এবং অস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে। সেখানে মৃতের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ার পরও যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সমর্থন ও সহায়তা করে যাচ্ছে।

ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় বর্তমানে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে ৪১ হাজার ৫৩৪ জনে পৌঁছেছে বলে উপত্যকার হামাস নিয়ন্ত্রিক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

জাতিসংঘ অধিবেশনে দেওয়া বক্তৃতায় ফিলিস্তিনি এই প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এই অপরাধ থামান। এখনই থামান। শিশু ও নারী হত্যা বন্ধ করুন। গণহত্যা বন্ধ করুন। ইসরায়েলে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করুন। এই উন্মাদনা চলতে পারে না। গাজা এবং পশ্চিম তীরে আমাদের জনগণের সাথে যা ঘটছে, তার জন্য পুরো বিশ্ব দায়ী।'

যুদ্ধের কারণে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ২৪ লাখ বাসিন্দার বেশিরভাগই অন্তত একবার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সাথে হামাসের যুদ্ধ শুরুর পর লাখ লাখ মানুষ স্কুল ভবন ও বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এসব আশ্রয় কেন্দ্র ইসরায়েলি হামলায় তছনছ হয়ে গেছে। গাজায় ইসরায়েলি অভিযানের অবসানে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তোলা প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র অতীতে বারবার ভেটো দিয়েছে। এর নিন্দা জানিয়ে মাহমুদ আব্বাস বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র একা দাঁড়িয়ে বলল, না, লড়াই চলবে। দেশটি ভেটো ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এটা করেছে।' হাজার হাজার বেসামরিক, শিশু ও নারীদের হত্যায় ইসরায়েল প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেছেন মাহমুদ আব্বাস। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ ইসরায়েলকে আগ্রাসন ক্রমাগত চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে। ইসরায়েল জাতিসংঘে থাকার যোগ্য নয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৩ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৬	৫.২৭
যোহর	১১.৩৩	
আসর	৩.৪৮	
মাগরিব	৫.৩৩	
এশা	৬.৪৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৫০	

চীনে গোপনে ড্রোন প্রকল্প চালু করেছে রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য দীর্ঘ-পাল্লার আক্রমণাত্মক ড্রোন তৈরি ও উৎপাদন করতে চীনে অস্ত্র প্রকল্প চালু করেছে রাশিয়া। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অস্ত্র কোম্পানি আলমাজ-আন্তে এর সহায়ক সংস্থা আইইএমজেড কুপোল স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় চীনে গার্পিয়া-৩ (জি-৩) নামের একটি নতুন মডেলের ড্রোন তৈরি করেছে এবং এটির উড্ডয়ন পরীক্ষা করেছে।

উরুগুয়ের বৃহত্তম কারাগারে আগুনে পুড়ে ৬ বন্দীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: উরুগুয়ের রাজধানী মন্টেভিডিওর উপকণ্ঠের এক কারাগারে আগুন লেগে ছয় বন্দীর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে মন্টেভিডিও থেকে বার্তাসংস্থা এএফপি এ খবর জানায়।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশটির সবচেয়ে বড় কারাগার সান্তিয়াগো ভাজকুয়েজ পেনটেনশিয়ারিতে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। মন্ত্রণালয় বলেছে, ছয়টি পোড়া লাশ একটি তালাবদ্ধ কক্ষে পাওয়া গেছে। অন্যান্য সেলগুলো খোলা ছিল। এতে আরো বলা হয়, পাশের সেল থেকে একজন বন্দীকে চিকিৎসার জন্য কারা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরেও একই কারাগারে আগুন লেগে ছয়জনের মৃত্যু হয়। রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান অনুসারে, ল্যাটিন আমেরিকার সর্বোচ্চ কারাবন্দীত্বের হার উরুগুয়েতে এবং বিশ্বের দশম-সর্বোচ্চ।

লেবাননে স্থল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত বিমান হামলার মধ্যেই এবার সম্ভাব্য স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। বুধবার দক্ষিণ লেবাননে সম্ভাব্য স্থল আক্রমণের জন্য সেনাদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ইসরায়েলের সামরিক প্রধান। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে। সেনাদের উদ্দেশ্যে সেনাপ্রধান বলেন, আপনারা প্রবেশ করলেই হিজবুল্লাহ বুঝতে পারবে পেশাদার যুদ্ধ বাহিনী কেমন হয়। এ প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলছেন, ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ সম্ভব, তবে তা প্রত্যাশিত নয়। গত সোমবার থেকে লেবাননে ব্যাপক বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এতে দেশটিতে এ পর্যন্ত ৫৫০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন। বুধবার নতুন করে পাঁচটি এলাকায় হামলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সমুদ্র উপকূলের রিসোর্ট রয়েছে। এদিন তেল আবিবে গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সদরদফতর লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে হিজবুল্লাহ। ইসরায়েলের দাবি, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্ষেপণাস্ত্রটি ঠেকিয়ে দিয়েছে। এ রকম উত্তেজনার মধ্যে এবার স্থল অভিযানের ইঙ্গিত দিলেন ইসরায়েলের সেনাপ্রধান। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর বিবৃতির বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, দ্বিতীয় দিনের মতো স্থল অভিযান বিষয়ে বললেন ইসরায়েলের একজন জেনারেল।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৬৩ সংখ্যা, ১১ আশ্বিন ১৪৩১, ২৩ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

‘বড় গলাওয়ালা মা’

কথায় আছে–‘চোরের মায়ের বড় গলা/ নিত্য দেখায় ছলাকলা,/ চোরকে নিয়ে বড়াই করে/ চোরের জন্য লড়াই করে।’ প্রশ্ন হইল চোরের মায়ের কেন বড় গলা? কথাটি কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? ইহার মানে কী? এই প্রবাদে কে চোর? কে তাহার মা?

এই প্রবাদটির ‘উৎস’ অনুসন্ধানে জানা যায়, হনুলুলুতে বাস করিত এক চোর। সেই চোর মনে করিতেন–চুরি হইতেছে একধরনের শিল্প, ইটস অ্যান আর্ট। সেই চোরের মা বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিতেন। চোরের মায়ের জীবনের অন্যতম শখ ছিল–গলাভর্তি গয়না পরা। সেই শখ পূরণ করিতেই ছেলে তাহাকে প্রতি মাসে টাকাপয়সা ছাড়াও একটা করিয়া নেকলেস পাঠাইত। এইভাবে চোরের মায়ের গলাভর্তি গয়নায় ভরিয়া গেল। তাহার বড় গলা ভরা গয়না দেখিয়া গ্রামের সকলেই বলিত ‘বড় গলাওয়ালা মা।’ এমন সময় কোথাও চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল তাহার ছেলে। আইনের লোক তাহার মাকে খুঁজিতে গিয়া জানিতে পারিল–এই এলাকায় চোরের মাকে কেহ চেনেন না। তবে ‘বড় গলাওয়ালা মা’ বলিতেই সকলে চিনিয়া ফেলিল। সেই হইতে নাকি বাংলাদেশে এক নূতন প্রবাদের জন্ম হইল–‘চোরের মায়ের বড় গলা’। আবার অনেকে বলেন–ইহা আসলে কেমোফ্লেজ। এই ধারণাটি আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’তে প্রকাশিত ‘সন্দেহের কারণ’ কাপলেট হইতে। তাহা হইল–‘কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।–/ তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।’

আসলে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ চোরের বা চুরির বিপক্ষে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, যুক্তি, আইন–কোনো কিছুই চোর বা চুরির পক্ষে কথা বলে না। সেই ক্ষেত্রে গলা বা গলাবাজিই হয় চোর বা চোরের আত্মীয়স্বজনের একমাত্র ভরসা। নিজেদের অপরাধ ঢাকিতে তাহাদের উচ্চৈঃস্বরে চ্যাঁচাইতে হয়। নিজে যে ভালো, তাহা চ্যাঁচাইয়া জানাইতে হয়। গলা ছাড়া চোর বা চোরের মায়ের আসলে অন্য কোনো অবলম্বন নাই। কাজেই যাহারা চড়া গলায় কথা বলেন–তাহাদের সাধুতা লইয়া প্রশ্ন জাগে, যেমনটি কণিকায় বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চোর লইয়া আমাদের দেশে অনেক রকম প্রবাদ-প্রবচন রহিয়াছে। ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ ছাড়াও আমরা উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি–‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই’, ‘চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে’, ‘চোরের সাক্ষী মাতাল’, ‘যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর’, ‘অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ’, ‘চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা’, ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’ ইত্যাদি। ইহা গেল আমাদের দেশের প্রবাদের কথা; কিন্তু পশ্চিমা দেশে ‘চোর’দের লইয়া এই ধরনের প্রবাদ কি চালু রহিয়াছে? প্রাত্যহিক জীবনে আমরা খুব বেশি না শুনিলেও আন্তর্জালে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জার্মান প্রবাদে আছে–‘সময় হইল চোরের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। একটা না একটা সময় আসিবেই যখন চোরের স্বরূপ উন্মোচন হইবে।’ জার্মান প্রবাদে আরও বলা হয়–‘যেইখানে হোস্ট নিজেই চোর সেইখানে চুরি আটকানো কঠিন।’ আমেরিকান প্রবাদে বলা হইয়াছে–‘প্রয়োজনীয়তা একজনকে চোর বানাইতে পারে।’ আমেরিকার আরও একটি প্রবাদ আছে–‘চোর ধরিতে বড় চোর লাগে।’ চোর লইয়া জাপানের একটি প্রবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেইখানে বলা হইয়াছে–‘একজন চোর তাহার চৌর্যবৃত্তি শিখিতে ১০ বছর সময় নেয়।’ ইতালীয় প্রবাদে বলা হয়–‘যখন ভীষণ বিপদ আসে, চোর তখন সৎ হয়।’ অন্যদিকে ডেনিশ প্রবাদে বলা হয়–‘একজন চোর মনে করে প্রত্যেক মানুষই চুরি করে।’

সুতরাং চোরদের ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই অনেক ধরনের কথা বলিয়াছে; কিন্তু ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ প্রবাদটি আমাদের দেশে এতটাই প্রচলিত যে, একটি বাচ্চাও তাহা জানে। এমনই একটি বাচ্চা বাবার সহিত চিড়িয়াখানায় গিয়া জিরাফ দেখিয়া বলিল–‘ঐ যে একটি চোরের মা!’ আমাদের চারিপাশেও এমনই অনেক অদৃশ্য ‘জিরাফ’ ঘুরিয়া বেড়ায়।

জাতিসংঘ অধিবেশন: অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে আটকা পড়া সম্মেলন

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যখন সবচেয়ে বেশি দরকারি হয়ে ওঠে, সে সময়ই তার দেখা পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। ২০২০ সালে জাতিসংঘের ৭৫তম বার্ষিকীতে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর ঘোষণা অনুযায়ী চলতি সপ্তাহে বিশ্বনেতারা নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ‘সামিট অব দ্য ফিউচার’ বা ‘ভবিষ্যতের সম্মেলনে’ জড়ো হয়েছেন। এই সম্মেলনের এজেন্ডা তার শিরোনামের মতোই উচ্চাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত। লিখেছেন **টমাস হেল ও অ্যান-মেরি স্লটার...**

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যখন সবচেয়ে বেশি দরকারি হয়ে ওঠে, সে সময়ই তার দেখা পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। ২০২০ সালে জাতিসংঘের ৭৫তম বার্ষিকীতে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর ঘোষণা অনুযায়ী চলতি সপ্তাহে বিশ্বনেতারা নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ‘সামিট অব দ্য ফিউচার’ বা ‘ভবিষ্যতের সম্মেলনে’ জড়ো হয়েছেন। এই সম্মেলনের এজেন্ডা তার শিরোনামের মতোই উচ্চাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত। কারণ, এখানে শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার বিষয়ে ঐকমত্য গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

সদস্যরাষ্ট্রগুলো একটি বিষয়ে একমত হয়েছে। সেটি হলো আজকের বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলার জন্য ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বহুপক্ষীয় ব্যবস্থাকে হালনাগাদ করতে হবে। এর মাধ্যমে বহুপক্ষীয় ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে হবে। সুদান, মধ্য আফ্রিকা, গাজা, ইউক্রেন এবং আরও ডজনখানেক সংঘাতপূর্ণ এলাকায় যুদ্ধ বন্ধ করতে; নিদেনপক্ষে এসব যুদ্ধকে স্তিমিত করতে জাতিসংঘ যে কতটা অক্ষম, সে বিষয়ে সদস্যদেশগুলো ভালো করেই জানে।

করোনার ধ্বংসযজ্ঞ দেখার পরও পরবর্তী মহামারি মোকাবিলায় বিশ্বকে প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি তারা স্বীকার করে। ঋণসংকট, তীব্রতর জলবায়ু সংকট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও জিন-সম্পাদনার মতো নতুন প্রযুক্তির উত্থানকে সামাল দিতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে তারা সবাই স্বীকার করেছে।

কিন্তু কথা হলো, বিশ্বব্যবস্থা ঠিক করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তারা একমত হলেও কীভাবে তা করা হবে, তা নিয়ে তাদের মধ্যে ঐকমত্য নেই।

এক বছরের বেশি সময় ধরে ‘ভবিষ্যতের চুক্তি’ (প্যাক্ট ফর দ্য ফিউচার) নিয়ে দেশগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সম্মেলনে রোববার সকালে দেখা গেল, রাশিয়া চূড়ান্ত নথি পাসের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে বসল। অবশ্য দেশটির আপত্তি শেষ পর্যন্ত খারিজ করা হয়। ওই দিনই আর্জেন্টিনা চুক্তিটিকে একটি

> **কিন্তু এত লম্বা লম্বা আলাপের মধ্যেও বৈশ্বিক রাজনীতিকে এমন একটি নতুন আদল দেওয়ার চেষ্টা আছে, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে সক্ষম। দুটো বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জনের এবং পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকির মুখোমুখি হওয়ার পর জাতিসংঘের স্থপতিরা একটি বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন, যাতে কয়েকটি বৃহৎ শক্তি বিশ্বকে শান্তির দিকে নিয়ে যেতে এবং তাদের নিজস্ব স্বার্থকে এগিয়ে নিতে পারে। বাস্তবতা হলো, এই ধরনের বৈশ্বিক শাসন আজকের বিশ্বের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। বিশেষ করে ৩০ বছরের নিচে যে চার শ কোটি যুবক ও তরুণ রয়েছে, তাদের জন্য তো নয়ই। তাদের জন্য নতুন ব্যবস্থা দাঁড় করাতে হবে।**

‘সর্বগ্রাসী এজেন্ডা’ বলে নিন্দা জানায়। তবে বাস্তবতা হলো, নথিটিতে আগেকার সর্বসম্মত বিষয়গুলোই আছে; শুধু ভাষাগত পরিবর্তন আনা হয়েছে।

কিন্তু এত লম্বা লম্বা আলাপের মধ্যেও বৈশ্বিক রাজনীতিকে এমন একটি নতুন আদল দেওয়ার চেষ্টা আছে, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে সক্ষম। দুটো বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জনের এবং পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকির মুখোমুখি হওয়ার পর জাতিসংঘের স্থপতিরা একটি বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন, যাতে কয়েকটি বৃহৎ শক্তি বিশ্বকে শান্তির দিকে নিয়ে যেতে এবং তাদের নিজস্ব স্বার্থকে এগিয়ে নিতে পারে। বাস্তবতা হলো, এই ধরনের বৈশ্বিক শাসন আজকের বিশ্বের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। বিশেষ করে ৩০ বছরের নিচে যে চার শ কোটি যুবক ও তরুণ রয়েছে, তাদের জন্য তো নয়ই। তাদের জন্য নতুন ব্যবস্থা দাঁড় করাতে হবে।

বহু মহাদেশে এখন সংঘাত চলমান রয়েছে। তারপরও যুদ্ধই এখন আর একমাত্র বৈশ্বিক এজেন্ডা নয়। মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য, ব্যাপক অভিবাসন এবং প্রযুক্তিগত বিপর্যয়–এর সবগুলো বিষয়ে কার্যকর এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। চীনের উত্থান এখন সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তবে এটি বৈশ্বিক এজেন্ডা গঠনের একমাত্র দেশ নয়। বার্বাডোজ পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য চাপ দিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত আঞ্চলিক সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস করার চেষ্টা করেছে।

অবিশ্বাস্যভাবে ‘ভবিষ্যতের চুক্তি’ বিশ্বের ক্রমবর্ধমান বহুমেরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের মতো সবচেয়ে কঠিন সমস্যা সমাধানে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি আসছে। সদস্যরাষ্ট্রগুলো ‘উন্নয়নশীল দেশ এবং ছোট ও মাঝারি আকারের রাষ্ট্রগুলোকে’ সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করতে নীতিগতভাবে রাজি হয়েছে। এই চুক্তি সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের ব্যবহৃত ভেটো ক্ষমতার ‘ব্যাপ্তি ও ব্যবহার’ সীমিত করার বিষয়ে আলোচনা চালানোর প্রস্তাব করেছে।

‘ভবিষ্যতের চুক্তি’ স্থানীয় এবং আঞ্চলিক সরকার, বেসরকারি খাত, একাডেমিক ও বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়, ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী জনগণসহ ‘সমগ্র সমাজে’ অংশীদারত্বকে ‘জোরদার করার’ অঙ্গীকার করে। সর্বোপরি, সম্মেলনটি দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলছে। অনেকে যে ধরনের অগ্রগতি আশা করেছিলেন, ‘ভবিষ্যতের চুক্তিকে’ সেই আশার বাস্তবায়ন হয়তো বলা যাবে না, এটি এমন একটি নতুন ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করতে শুরু করেছে, যা পুরোনো ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো সংশোধন করতে পারে।

টমাস হেল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লাভাটনিক স্কুল অব গভর্নমেন্টের গ্লোবাল পাবলিক পলিসির অধ্যাপক ও অ্যান-মেরি স্লটার ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের নীতি পরিকল্পনার সাবেক পরিচালক

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট ইংরেজি থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

আমেরিকার মুসলিম সংগঠনের সমর্থন পেলেন কমলা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম অধিকার সংগঠন এমগেজ অ্যাকশনের সমর্থন পেলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। গাজায় চলমান ইসরায়েলি হামলা নিয়ে উদ্বেগ সত্ত্বেও মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলার প্রতিই আস্থা রাখার কথা বলেছে সংগঠনটি। এমগেজ অ্যাকশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মুসলিম দেশগুলোত ভ্রমণসংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের কথা বলেছেন, যা বড় বিপদের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। কমলার প্রচারশিবিরের পক্ষ থেকে একে স্বাগত জানানো হয়েছে।

আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ নির্বাচনে কমলা ও ট্রাম্পের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যেই কমলাকে মুসলিম এ প্রভাবশালী সংগঠনটির পক্ষ থেকে সমর্থন দেওয়ার ঘটনা ঘটল। এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আরব আমেরিকান ও মুসলিম ভোটাররা মিশিগান, পেনসিলভানিয়া, জর্জিয়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যের ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এর আগে ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এসব ভোটারের ভোটে জো বাইডেন ট্রাম্পকে হারাতে পেরেছিলেন। গাজায় ইসরায়েলের হামলায় তেল আবিবকে সমর্থন দেওয়ায় এমগেজ অ্যাকশনসহ যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু মুসলিম সংগঠন বাইডেন প্রশাসনের সমালোচনা করে আসছে। কমলা হ্যারিসের পক্ষ থেকে গাজায় দ্রুত যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন ও জিম্মি মুক্তির কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলের আত্মরক্ষার বিষয়টিকে সমর্থন করেন তিনি। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের আত্মসংকল্পের অধিকারেরও পক্ষে তিনি।

এমগেজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়ায়েল আলজায়াত এক বিবৃতিতে বলেন, ‘যদিও আমরা কমলার সব নীতির সঙ্গে একমত নই, বিশেষ করে গাজার যুদ্ধের বিষয়ে, তারপরও আমরা বাস্তববাদ এবং বিশ্বাস নিয়ে তাকে সমর্থন দিচ্ছি। ব্যালট বাক্সে কাকে নির্বাচন করবেন, ভোটারদের জন্য কঠিন পরিস্থিতিকে সহজ করতে আমরা সৎ পথনির্দেশনা দিচ্ছি।’

এর আগে ২০২০ সালের নির্বাচনে বাইডেনকে সমর্থন দিয়েছিল এমগেজ অ্যাকশন। তাদের দাবি, ১০ লাখের বেশি ভোটারকে তারা উদ্বুদ্ধ করেছিল। এমগেজের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ট্রাম্পকে পরাজিত করতেই কমলাকে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে, যাতে আবার ইসলামভীতি ছড়ানো ও ক্ষতিকর নীতিমালা থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করা যায়।

ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তাঁর প্রচারশিবির ইতিমধ্যে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে আরব আমেরিকান ও মুসলিম ভোটারদের নিয়ে বেশ কিছু অনুষ্ঠান করেছে। এ সপ্তাহে মিশিগানে আরেকটি অনুষ্ঠান করছেন তিনি। ট্রাম্প বলেছেন, মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ সীমাবদ্ধ করে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করবেন। ২০২১ সালে বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এ নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছিলেন।

ট্রাম্পের সমালোচনায় কমলা

এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ‘সবচেয়ে ব্যর্থ’ নেতা বলেছেন নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। গত বুধবার তিনি রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্পকে ধনকুবেরদের একজন বন্ধু বলেও বর্ণনা করেন। অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে একটি বক্তৃতায় এবং পরে টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এমএসএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কমলা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ট্রাম্প বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির ওপর আবার বড় ধরনের শুল্ক আরোপ করার পরিকল্পনা করেছেন। এতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত শ্রেণির পকেটে টান পড়বে। পিটসবার্গে দেওয়া এক বক্তৃতায় ‘দেশকে নতুন দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার’ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কমলা। তিনি এখানেও সাধারণ আমেরিকানদের জন্য পণ্যমূল্য কমিয়ে রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য পেনসিলভানিয়ার শিল্পনগর পিটসবার্গ।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ আজও কতটা প্রাসঙ্গিক

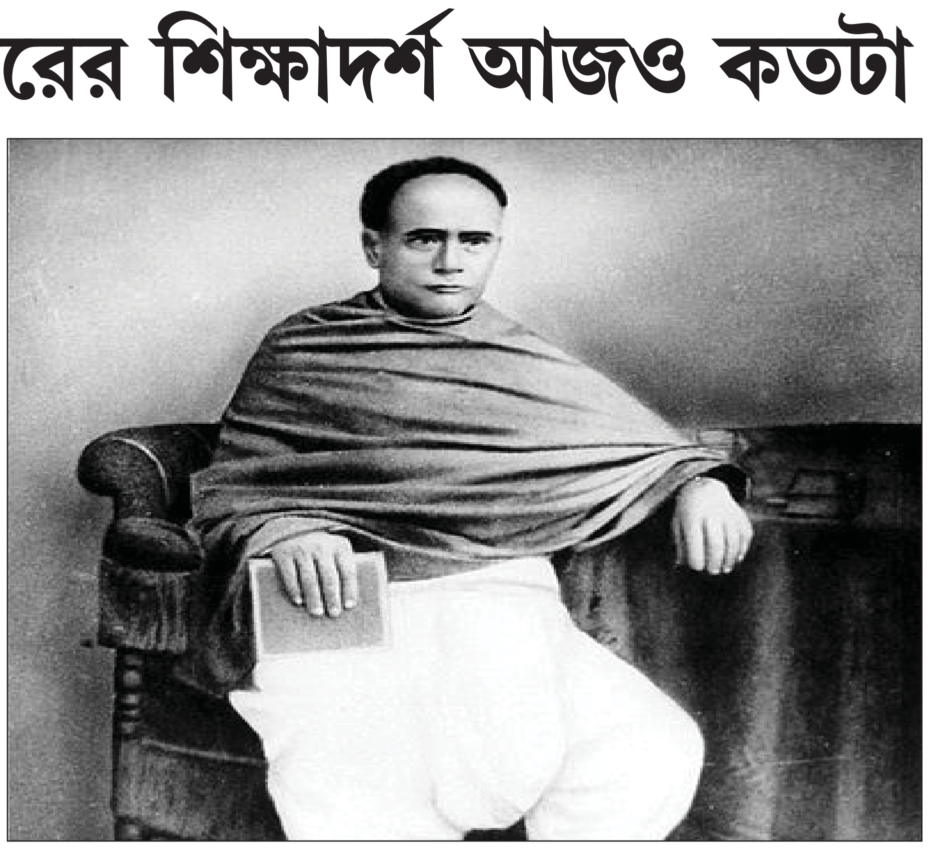

সজল মজুমদার

“বিদ্যা হলো সব থেকে বড় সম্পদ, বিদ্যা শুধু আমাদের নিজেদের উপকার করে না, বরং প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে গোটা সমাজের কল্যাণ সাধন করে”- বিদ্যাসাগরের নানান শিক্ষামূলক বাণী গুলোর প্রকৃত অর্থ আজকের সময়ের সমাজব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়তো হয়ে উঠেছে। তৎকালীন সময়ে বিদ্যাসাগর সমাজ ব্যবস্থার মূলে সজোরে কুঠারাঘাত করেছিলেন। ঘুন ধরা সমাজকে তিনিই মূল স্রোতে নিয়ে আসবার জন্য নানা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নানান কু প্রথা, কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা সমূলে অবলুপ্ত করবার জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তবে আজকের সময়ে দাঁড়িয়েও কু প্রথা, কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথার ছিটা ফোটা নিদর্শন কোথাও কোথাও আমাদের চোখে পড়লেও পড়তে পারে, নজরে আসতে পারে। অন্যদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ওপর তিনি যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সেটিও আজকে অত্যান্ত প্রাসঙ্গিক। আজকের দিনে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়ারা নিজের মাতৃভাষায় কথোপকথনের পরেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই মাতৃভাষাকেই শিক্ষাঙ্গনে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পরিগণিত করছে। ফলস্বরূপ মাতৃভাষায় কথোপকথনের ক্ষেত্রেও পরবর্তীতে তাদের মধ্যে জড়তাভাব ফুটে উঠছে। যদিও বিদ্যাসাগর প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমন্বয়েই তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখনকার সময়ে প্রথাগত ভারতীয় শিক্ষার বদলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ক্রমশ যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। পাশাপাশি বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত একটি অতি মূল্যবান এবং প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা কে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ব্যাকরণ গ্রন্থ , তৎসহ আরো নারান বই রচনা করেছিলেন। কিন্তু আজকের দিনে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব ক্রমশ যেন কমছে। স্কুল শিক্ষায় পাঠক্রমে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। উচ্চশিক্ষায় সংস্কৃত নিয়ে পড়বার ঝোঁক পড়ুয়াদের মধ্যে হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে আবার বিদ্যাসাগর প্রণীত “ বর্ণপরিচয়” এর মাধ্যমে আজও শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের শুরুতে ‘ বর্ণমালা’ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমাজসেবী বিদ্যাসাগর দীন, দুঃখী, অসহায় মানুষকে সেবা করবার ব্রত নিয়েছিলেন। তেমনই আজকের দিনেও তার সেই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক পরোপকারী মানুষ নরনারায়ণ সেবার পথে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছেন। সর্বোপরি নারী জাতিকে শক্তিশালী করবার জন্য তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আজও স্মরণীয়। মানবতাবাদী দীক্ষিত বিদ্যাসাগর নারীজাতিকে শক্তিশালী করবার জন্য নারী শিক্ষায় জোর দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুলের ধারণা আজও বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত। নারী জাতির প্রতি নির্যাতন রোধ করতে ও নারী ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে তিনি বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ বন্ধে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও সংস্কৃতিকে সঠিক দিশা দেখানোর লক্ষ্যে নারীজাতিকে তিনি সঠিক পথে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। আজকের এই সংবেদনশীল সময়ের প্রেক্ষাপটে সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের নারীজাতির প্রতি ধ্যানধারণার অনুসরণ বা অনুকরণকারী শত শত হৃদয়বান মানুষের অতীব প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন সেটা সহজেই অনুমান করতে পারা যাচ্ছে নিশ্চয়ই! সময়ের কালচক্রে আজকে বিদ্যাসাগর, রামমোহনের নীতি আদর্শের সঠিক প্রয়োগকারী মানুষগুলোর কোথাও যেন দরকার হয়ে পড়ছে। মানুষের অভাব নেই, হ্যাঁ, কিন্তু বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বিবেকানন্দের নীতি-আদর্শকে আজকের যুগে বহনকারী প্রকৃত মানুষের বড়ই যেন অভাব। তাই বিদ্যাসাগরের মূল্যবোধ, নীতিবোধ, শিক্ষা দর্শকে নিয়ে আজকের সমাজ তথা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সচল ও সুগঠিত করবার উদ্দেশ্যে তার ২০৪ তম জন্মবার্ষিকী শুধুমাত্র উদযাপিত না করে আরো একবার পরীক্ষিত করবার জন্য সময় যেন ডাক দিচ্ছে। আর সময়ের ডাকে সাড়া দেওয়াই প্রকৃত মানবধর্ম।

লেখক: শিক্ষক এবং প্রাবন্ধিক, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

ফিলিস্তিনের সমর্থনে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান ঝুম্পা লাহিড়ীর

আপনজন ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির নগুচি জাদুঘরের একটি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন পুলিৎজার পুরস্কারজয়ী লেখক ঝুম্পা লাহিড়ী। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে মাথায় কেফিয়া স্কার্ফ পরার অপরাধে ওই জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তিন কর্মীকে বরখাস্ত করেছিল। এর প্রতিবাদে ঝুম্পা লাহিড়ী তাঁদের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন।

ওই জাদুঘর কর্তৃপক্ষ গত বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘আমাদের হালনাগাদ পোশাক নীতিমালার কারণে ঝুম্পা লাহিড়ী এ বছরের ইসামু নগুচি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমরা তাঁর দৃষ্টিকোণকে সম্মান করি এবং প্রত্যেকের মতামত আমাদের নীতিমালার সঙ্গে মিলতে না-ও পারে, তা বুঝি। ’

ঝুম্পা লাহিড়ী ২০২০ সালে ইন্টারপ্রেটার অব মালদ্বীপস নামের বইয়ের জন্য পুলিৎজার জেতেন। বিশ্বজুড়ে গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধে বিক্ষোভ চলছে এবং তাঁরা মাথায় সাদা-কালো রঙের কেফিয়া স্কার্ফ পরে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাচ্ছেন। এই স্কার্ফ ফিলিস্তিনিদের আত্মসংকল্পের প্রতীক। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকেও অনেক অনুষ্ঠানে এ ধরনের স্কার্ফ পরতে দেখা যায়। ইসরায়েলি সমর্থকেরা অবশ্য একে চরমপন্থাকে সমর্থনের ইঙ্গিত বলে মনে করেন।

জাপানি-আমেরিকান ভাস্কর ইসামু নগুচির প্রতিষ্ঠা করা জাদুঘরটিতে গত মাসে নীতিমালা পরিবর্তন করা হয়। তাতে বলা হয়, রাজনৈতিক বার্তা, স্লোগান বা সংকেতসংবলিত এমন কোনো পোশাক কর্মীরা পরতে পারবেন না। এ সময় তিন কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়।

প্রথম নজর

আগরতলায় পজিটিভ বার্তার উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আগরতলা

আপনজন: ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সৌজন্যে আগরতলায় পজিটিভ বার্তার সিটি অফিসে আজ একটি বিশেষ লাইভ প্যানেল আলোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বুদ্ধিজীবীরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের প্রেসিডেন্ট মাননীয় মলয় পীঠ মহাশয়।

আলোচনার মূল বিষয় ছিল, রাজ্যের মানুষকে নেতিবাচক চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করে পজিটিভ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা, বিশেষ করে লাইভ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা। মাননীয় মলয় পীঠ মহাশয় তার বক্তব্যে পজিটিভ বার্তার প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড পরিচালনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "এই ধরনের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা মানুষের মন থেকে নেগেটিভ চিন্তাভাবনাকে দূর করতে পারি এবং সমাজের জন্য ইতিবাচক কিছু গড়ে তুলতে পারি।" অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলাদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর। প্যানেলের আলোচকরা মহিলাদের আরও উৎসাহিত করে তাদের নিজস্ব ব্যবসা ও উদ্যোগ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পাশাপাশি, ত্রিপুরার যুবক-যুবতীদের রাজ্যে ফিরিয়ে এনে শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির বিষয়েও আলোচনা হয়।শেষে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যেখানে দর্শকরা অংশগ্রহণ করেন।

মৃতপ্রায় ইছামতীর কারণে প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকা, নদী সংস্কার নিয়ে সরকারি উদাসীনতার অভিযোগ

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ইছামতীর ও তার শাখা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত একাধিক নদীর তীরবর্তী স্বরুপনগর, গাইঘাটা, হাবড়া-১, বনগাঁ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। প্রায় প্রতিবছরই একই চিত্র ধরা পড়ে, প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ উঠছে। ইছামতী ও তার শাখা নদী গুলি সংস্কার না হলে আগামী দিন আরও বাড়বে দুর্ভোগ আশঙ্কা প্রকাশ করছেন দুর্গত এলাকাবাসী। ভোট আসে ভোট যায়, সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রধান প্রতিশ্রুতি থাকে ইছামতি সংস্কারের। তবে প্রতিশ্রুতি সার, সংস্কার বিশবাঁও জলে। বর্ষা একটু বেশি হলেই ইছামতী তীরবর্তী এলাকা জলমগ্ন হয়, জলমগ্ন হয় হাজার হাজার একর কৃষি জমি। জল যন্ত্রণার অবসান করতে দীর্ঘদিন ধরেই নদীর পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের দাবি করে আসছে স্থানীয় বাসিন্দারা । সেই দাবি অবশ্য আজও পূরণ হয়নি । সংস্কারের অভাবে দীর্ঘদিন হল আন্তর্জাতিক নদীটি স্রোত, নাব্যতা হারিয়ে মৃতপ্রায় । বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার একাংশে বছরের বেশিরভাগ সময়ে নদী কচুরিপানায় ভরা থাকে । নদীর এই অবস্থার ফলে জীবিকাও হারিয়েছেন বহু মানুষ ।

২০২৩ সালের ৫ই অক্টোবর তেতুলিয়া শ্মশানের কালীমন্দিরে পূজা অর্চনা করে বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর স্বরূপনগরের তেঁতুলিয়া থেকে গাইঘাটার কালাঞ্চি পর্যন্ত ২৩.৮১ কিলোমিটার ইছামতি নদীতে ড্রেজিং মেশিন দিয়ে পলি তুলে নদী সংস্কারের কাজের সূচনা করেছিলেন। সূচনায় যেন শেষ, সংস্কার আর হলো কই এমনই স্পষ্ট বক্তব্য নদী তীরবর্তী এলাকাবাসীর। ওই কাজে খরচ ধরা হয়েছিল আনুমানিক ৫ কোটি টাকা । সেসময় নদী সংস্কারের পর বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরে, ইছামতীর উপরে কয়েকটি সেতু তৈরি করা হবে বলেও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ জানিয়েছিলেন । বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস গত লোকসভা ভোটের প্রার্থী হয়ে শান্তনুর বিরুদ্ধে ইছামতী সংস্কারের অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ তুলেছিলেন, বলেছিলেন, নির্বাচনে তৃণমূল জয়ী হলে ইছামতি সংস্কার করা হবে। যদিও তিনি পরাজিত হন।

এই সমস্ত রাজনৈতিক কচকচানি, প্রতিশ্রুতি, সরকারি উদাসীনতা সাধারণ মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে বলেই মনে করছেন বিদ্বজ্জনরা। অগভীর নদীর কারণে ভারী বৃষ্টি হলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বহু মানুষ। এবারও ইছামতির ও তার শাখা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত স্বরূপনগর, গাইঘাটা, হাবরা-১, বনগাঁ, সহ একাধিক ব্লকের কয়েক হাজার একর জমি জল মগ্ন। ইছামতি সংস্কার না হওয়ার কারণে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত স্বরূপনগর ব্লক এলাকা। চারঘাট পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম জলের নিচে, দিয়াড়া গ্রামের স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আসমা খাতুনের বাড়ির দরজায় জল। সাধারণ মানুষের সমস্যার শেষ নেই, কেবল এই পঞ্চায়েতে জল যন্ত্রণায় ভুগছে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ, কয়েকশো বাড়ি জলমগ্ন। চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান টুম্পা সরদার বলেন, 'এ পর্যন্ত চারঘাট পঞ্চায়েত এলাকার জন্য মাত্র পাঁচ কুইন্টাল চাল এসেছে।' জলমগ্ন এলাকাবাসীর অভিযোগ ত্রাণ পৌছায়নি, নেই ত্রাণ শিবিরও, অসুস্থ হয়ে পড়ছি মেডিকেল ক্যাম্পেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।' প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ উঠছে। একাধিক গ্রামে গিয়ে দেখা যায় মাটির বাড়ির টালির চাল পেলা দিয়ে রেখেছেন বাড়িওয়ালা, সরকারি ঘরের তালিকায় নাম নেই বলেও অভিযোগ করেছেন অনেকে। এ প্রসঙ্গে স্বরূপনগরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কৃষ্ণপদ রায় জানান, 'স্বরূপনগরের বিভিন্ন এলাকায় কম করে ১৫ হাজার বাড়ি জলমগ্ন।

৬০ থেকে ৭০ হাজার মানুষ সমস্যার সম্মুখীন। আনুমানিক দু হাজার একর কৃষি জমে জলের তলায়। আমরা কন্ট্রোলরুম খুলেছি এবং ইছামতী বাঁধের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে জলমগ্ন এলাকাবাসীর জন্য শুকনো খাবার এবং বেবি ফুট পাঠানো হয়েছে।' অন্যদিকে হাবরা-১ ব্লকের এডিও কুসুম কমল মজুমদার বলেন, 'ব্লকে কমবেশি ১১০০ হেক্টর জমি জলমগ্ন।' যার অন্যতম কারণ হলো ইছামতী নদী এবং সংলগ্ন খাল সংস্কার না হওয়া। স্বরূপনগর এর বিধায়ক বীনা মন্ডল বলেন, 'ইছামতী সংস্কারের বিষয়টি আমরা ইরিগেশন দপ্তরকে জানিয়েছি। আশা করছি ফলপ্রসু হবে।' চারঘাট এলাকার বিশিষ্ট অ্যাথলেট ও সমাজকর্মী ইসমাইল সরদার বলেন, 'অনুন্নত নিকাশি ব্যবস্থার জন্যই আজ এই বন্যা পরিস্থিতি, সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা ইছামতীকে সামনে রেখে নির্বাচন বৈতরণী পার হলেও সংস্কারের দিকে কারোরই খেয়াল নেই। সমস্যায় পড়ছে সাধারণ মানুষ। যেভাবেই হোক ইছামতীর হাল ফিরুক।' কবে ফিরবে ইছামতীর হাল অপেক্ষায় আছেন বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার বাসিন্দারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার স্বামী-স্ত্রীর দেহ

নকীব উদ্দিন গাজী ● কাকদ্বীপ

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ শিবগঞ্জ ফরেস্ট ঘাট এলাকায়, বাড়ির মধ্য থেকে স্বামী স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার। মৃত ব্যক্তির নাম মনোরঞ্জন কর ওরফে পশুপতি বয়স ৪৫,শ্রী দুর্গা রানী কর (৪০)। অভাবের জ্বালায় একটি মাত্র ছেলে কেরালায় পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে। স্বামী স্ত্রী দুজনে বাড়ির মধ্যে থাকছেন এবং চায়ের দোকান ছিল বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা তবে কি কারণে মারা গেল এখনো পরিষ্কার নয়। খবর পেয়ে পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ এলাকা আসে ইতিমধ্যে দেহ দুটি মাধবনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওখান থেকে কাকদীপ ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে। তবে এলাকাবাসীর ধারণা প্রচুর টাকা দেনা গ্রস্ত হয়েছিল এই দম্পতি সেই কারণে আত্মহত্যা করে।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে স্কুলে রক্তদান শিবির

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে থ্যালাসেমিয়া ও মুমূর্ষ রোগীদের জন্য লাইন দিয়ে রক্ত দিচ্ছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। হ্যা, বৃহস্পতিবার দুপুরে এমনই চিত্র লক্ষ করা গেল মুর্শিদাবাদের সুতি থানার দফাহাট গভর্মেন্ট মডেল স্কুলে। এদিন সুতি অবর বিদ্যালয় পরীদর্শক করণের তত্বাবধানে সুতি চক্রের শিক্ষক শিক্ষিকা ও পার্শ্ব শিক্ষক শিক্ষিকাগণের ব্যবস্থাপনায় ও অংশগ্রহণে শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বিধায়ক আশীষ মার্জিত, সুতির বিধায়ক ঈমানী বিশ্বাস, সুতি -২ ব্লকের বিডিও হুমায়ূন চৌধুরী, আইসি প্রসূন মিত্র, মুর্শিদাবাদের সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার তারিফ হোসেন, সুতি চক্রের স্কুল ইন্সপেক্টর অরিন্দম দত্ত, অধ্যাপক সুনীল কুমার দে সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিন অর্ধ শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকা শিবিরে রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরের শুরুতেই প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন অতিথিরা। তারপর অতিথি বরণ এবং একে একে তাদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন বিধায়ক, বিডিও, অধ্যাপক থেকে শুরু করে উদ্যোক্তারা। রক্তদাতাদের হাতে সার্টিফিকেট এবং একটি করে গাছের চারা প্রদান করা হয়। শিক্ষক শিক্ষিকাদের রক্তদানের এমন চিত্রে ধন্যবাদ জানান সকলেই।

মহীতোষ নন্দী কলেজে 'স্মরণে বিদ্যাসাগর'

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● জাঙ্গিপাড়া

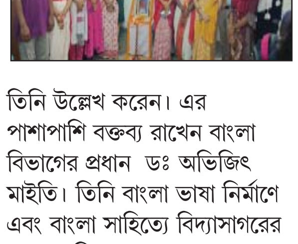

আপনজন: এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্থিব মানবতাবাদী যুগপুরুষ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫ তম জন্মদিবস পালন করল মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ "স্মরণে বিদ্যাসাগর" শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নাচে, গানে, কথায়, কবিতায় বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সহ অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষা সহায়কবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীরা।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ প্রহ্লাদ গাইন। সকলকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি বর্তমান সময়ে বিদ্যাসাগরের জীবনচর্চার প্রাসঙ্গিকতা তিনি তুলে ধরেন। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ তাপস কুমার মুন্সী। বিদ্যাসাগরের জীবনের নানান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তিনি উল্লেখ করেন। এর পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ অভিজিৎ মাইতি। তিনি বাংলা ভাষা নির্মাণে এবং বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নাচ, গান এবং আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা অনিন্দিতা সিংহ রায় সংগীত পরিবেশন করেন। অবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা সুমনা দে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাই। আড়ম্বরের বাহ্যিকতায় নয়, অন্তরের আতিশয্যে এবং শ্রদ্ধাশীল মননে "স্মরণে বিদ্যাসাগর" অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল বাঙ্ময়।

ক্যানিংয়ে ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন মৎস্যজীবীরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: প্রতিনিয়ত মৎস্যজীবীদের উপর চলছে বনদপ্তরের অমানুষিক ব্যবহার। বিভিন্ন সময় তুলে নেওয়া হচ্ছে সরকারি অনুমতি পত্র (বিএলসি)। শুধু তাই নয় অধিকাংশ সময় নৌকাকেও আটকে রাখা হচ্ছে বিভিন্ন বনদপ্তরের ক্যাম্প গুলিতে। এছাড়াও জাল,মাছ,কাঁকড়া তুলে নেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিযোগ মৎস্যজীবীদের। বারবার বনদপ্তরের কর্মীদেরকে জানিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। আর তাই এবার ক্যানিংয়ের ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখালেন সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের মৎস্যজীবীরা। প্রায় শতাধিক মৎস্যজীবী বৃহস্পতিবার উপস্থিত হন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসে। মৎস্যজীবীদের আসার খবর পেয়ে প্রকল্পের তরফ থেকে অফিসের ঢোকার দোতলার গেটের মুখে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর মৎস্যজীবীরা বনদপ্তরের কর্মীদের বের হওয়ার মূল গেটে বিক্ষোভ অবস্থান করে।ঘটনার খবর পেয়ে হাজীর হয় ক্যানিং থানার পুলিশ। এরপর অফিসের মধ্যে থাকা কর্মীদের খাবার নিয়ে যেতে চাইলে মৎস্যজীবিরা বাধা দেয়।মৎস্যজীবিদের দাবী আমরা না খেয়ে রয়েছি,আর অফিসাররা খেয়ে মস্তি করবে সেটা হতে দেবো না। এই নিয়ে শুরু হয় বচসা। মৎস্যজীবিরা স্লোগান দিতে থাকে।পরিস্থিতি যাতে খারাপ না হয় সেদিকে বিবেচনা করে ক্যানিং থানার পুলিশ কর্মীরা ব্যাঘ্র প্রকল্প অফিসের পিছন থেকে দড়ি দিয়ে দোতলায় খাবার পৌঁছে দেয়। মৎস্যজীবীদের তরফে হরিদাস হালদার, শাজাহান মোল্লা'রা বলেন, বিনা কারণে বিভিন্ন সময় বিএল সি তুলে নিচ্ছে ব্যাঘ্র প্রকল্পের কর্মীরা। সমস্ত বিএলসি কর্মীদেরকে নৌকায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অনেক বিএলসির মালিক আছেন যাদেরকে বাঘে নিয়ে চলে গেছে।দরিদ্র মৎস্যজীবি পরিবারের মহিলারা সেই বিএল সি টুকু ভাড়া দিয়েই তাদের সংসার নির্বাহ করে। তাদেরও বিএলসি তুলে নেওয়া হচ্ছে। ফলে সমস্যা পড়ছেন মৎস্যজীবীর পরিবারেরা। এই দাবি জানাতেই আমরা এসেছিলাম।

অন্যদিকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফে জানানো হয়েছে বহু বিএলসি হোল্ডার আছেন যারা তিনটি চারটি করে বিএলসি নিজেদের দখলে রেখে সেগুলোই ভাড়া দিচ্ছে। প্রকৃত দরিদ্র মানুষরাই বিএলসি নিয়ে জঙ্গলের নদীখাড়িতে মৎস্য সংগ্রহ করুন

বাঁকুড়ায় সরকারি স্কুলে নিজেরাই শুরু করল বায়োমেট্রিক হাজিরা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলায় এই প্রথম সরকারি উদ্যোগ ছাড়াই কোন সরকারি স্কুলে নিজেদের প্রচেষ্টায় 'বায়োমেট্রিক হাজিরা'র কর্মসূচীর শুভ সূচন। শুভ সূচনা করেন বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি বসুমিত্রা পাণ্ডে।

শিশুদের স্কুলে পাঠিয়ে অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার দিন শেষ। এবার থেকে বাঁকুড়া শহরের কেন্দুয়াডিহি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা প্রবেশের সঙ্গে অভিভাবকদের নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সেই বার্তা পৌঁছে যাবে। বৃহস্পতিবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে এই স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের 'বায়োমেট্রিক হাজিরা'র কর্মসূচীর সূচণা করলেন বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি বসুমিত্রা পাণ্ডে। একই সঙ্গে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এখানে দূর দূরান্ত থেকে পড়ুয়ারা আসে, ফলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রী ঠিক মতো স্কুলে পৌঁছালো কি না তা নিয়ে অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে হয়।

সংশ্লিষ্ট সকলের কথা ভেবে স্কুলের নিজস্ব তহবিল থেকে 'বায়োমেট্রিক হাজিরা' পদ্ধতি চালু হলো বলে জানানো হয়েছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগে খুশী অভিভাবকেরাও। অভিভাবক রাজশ্রী নন্দী বলেন, এই উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয়। এবার থেকে ছেলে মেয়েদের স্কুলে পোঁছানো নিয়ে চিন্তা করতে হবেনা। বাড়িতে বসেই গতিবিধি জানা সম্ভব বলে তিনি জানান।

বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি বসুমিত্রা পাণ্ডে কেন্দুয়াডিহি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজেদের প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগ নিয়েছে। জেলার মধ্যে সরকারী স্কুলে এই ধরণের পদ্ধতি প্রথম চালু হল।

ছাত্রীদের আত্মরক্ষার্থে ক্যারাটে শিবির

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি কলেজের এনএসএস ও শারীর শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে কলেজে পাঠরত ছাত্রীদের আত্মরক্ষার্থে তিনদিনের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। গতকাল ২৫ সেপ্টেম্বর সূচনায় উপস্থিত ছিলেন মেমারি থানার অফিসার ইনচার্জ দেবাশীষ নাগ, সেকেন্ড অফিসার বিশ্বনাথ দাস, মেমারি কলেজের প্রিন্সিপল দেবাশীষ চক্রবর্তী, শারীর শিক্ষা বিভাগের প্রধান ডঃ সুকান্ত সাহা, ভূগোল বিভাগের অধ্যাপিকা মুনমুন ব্যানার্জী সহ কলেজের অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও কর্মীবৃন্দ।

প্রশিক্ষণ শেষ হবে ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য অনলাইন আবেদনের ভিত্তিতে ৫১ জন ছাত্রী প্রথম দফায় তিন দিনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে বলে জানান অধ্যাপক ডঃ সুকান্ত সাহা। এই আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করছেন জোমাসর ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার দুই প্রশিক্ষক এবং সহকারী প্রশিক্ষক হিসেবে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। মেমারি কলেজের অধ্যক্ষ জানান ছাত্রজীবন ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রকার আক্রমণ করতে এলে প্রাথমিক প্রতিরোধ করতে পারবে, এই উদ্দেশ্যে এই প্রশিক্ষণ।

ভুয়ো পুলিশ লেখা গাড়ি উদ্ধার গলসি থানার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: ভুয়ো পুলিশের স্টিকার লাগোনো একটি চারচাকা স্করপিও গাড়ি উদ্ধার করে, গাড়ির আসল মালিককে ফিরিয়ে গলসি থানা। দুবছর পর নিজের গাড়ি ফেরত পেয়ে খুশি হয়েছেন বীরভূম জেলার কাঁকরতলা থানার, বনসায়ের গ্রামের বাসিন্দা শান্তিময় মন্ডল। তিনি জানান, দুইবছর পূর্বে তিনি তার নতুন কালো স্করপিও গাড়িটি গলসির বন্দুটিয়া গ্রামের তার বন্ধু জহরলাল মল্লিককে কয়েকদিনের জন্য চাপতে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি তার গাড়ি আর ফেরত পাচ্ছিলেন না। বিভিন্ন ভাবে খোঁজ চালিয়েও গাড়ির হদিশ না মেলায় কয়েকমাস পূর্বে তিনি আইনের দ্বারস্থ হন। সেই মামলার তদন্তের ভার আসে গলসি থানায়। গলসি ওসি অরুন সোম একটি টিম তৈরী করে তদন্ত শুরু করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, গাড়িটি পুলিশের স্টিকার লাগিয়ে কলকাতা, রাজার হাট সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন জহরের লোকজন। খোঁজ পেতে একাধিক জায়গায় পৌছে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। গোপনে হানাও দেয় বেশ কয়েকটি জায়গায়। স্বাভাবিকভাবে সেই খবর জহরলালের লোকেদের কাছে পৌছায়। বিপদ বুঝতে পেরে জহরের লোকেরা ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে গাড়িটি গলসির বন্দুটিয়া এলাকায় ছেড়ে পালিয়ে যায়। রাতেই গাড়িটিকে উদ্ধার করে থানায় আনে পুলিশ। এরপরই আইনি প্রক্রিয়া শেষে ২৫ শে সেপ্টেম্বর গাড়ির মালিকের হাতে গাড়িটি তুলে দেয় পুলিশ। পুলিশের এমন কাজের প্রসংশা করেছেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি গাড়ি ফিরে পেয়ে বড়সড় অঘটন থেকে নিস্তার পেয়েছেন গাড়ি মালিক শান্তিময় মন্ডল। এমন কাজে তিনিও গলসি পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

শিয়ালের কামড়ে আক্রান্ত শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: শিয়ালের আতঙ্কের গ্রামের নাম স্বরূপনগর। শিয়ালের উপদ্রব অতিষ্ঠ স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে গ্রামবাসীরা। বনদপ্তরে অভিযোগ জানিও লাভ হয় নি। উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার স্বরূপনগর ব্লকের বাংলানী গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢালীপাড়া ,ডোবরা, স্বরূপনগর সহ একাধিক গ্রামে শিয়ালের কামড়ে ইতিমধ্যে জখম হয়েছে ৩০জন ।বেশিরভাগ শিশু ও মহিলা । তাদেরকে সারাফুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কখনো রাত্রেবেলা আবার কখনো দিনের বেলায় শিয়ালের উপদ্রবে অতিষ্ঠ গ্রামের কয়েকশো মানুষ। ইতিমধ্যে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ গ্রামবাসী শিয়ালের কামড়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কাউর পায়ে কাউর হাতে আবার কারোর কোমরে ছুটে এসে কামড়ে দিচ্ছে। এই ঘটনায় জেরে একদিকে পড়াশুনো শিকেয় উঠেছে, অন্যদিকে ঘর থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছে শিশু মহিলা পুরুষরা।

'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচিতে গাছের চারা দেওয়া হল মহিলাদের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কাকদ্বীপ

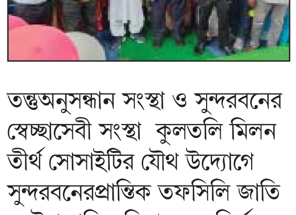

আপনজন: একটি গাছ মায়ের নামে কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে এবার সুন্দরবনের কুলতলিতে আম্রপলি আম গাছের চারা তুলে দিলেন কেন্দ্রীয় সংস্থা সি আর আই জে এ এফ। দেশের প্রধানমন্ত্রী গত ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে দিল্লির বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে একটি গাছ মায়ের নামে এক কর্মসূচির সূচনা করেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল জমির ক্ষয় রোধ করা,খরা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা ও ভাঙন প্রতিরোধ করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশকে সবুজায়ন করার লক্ষ্যে প্রত্যেক নাগরিক তাঁর মায়ের নামে একটি করে গাছ রোপন করলে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত হবে। বৃহস্পতিবার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত বাসন্তী ব্লকের কুলতলিতে কেন্দ্রীয় পাট ও সমবর্গীয় তন্তুঅনুসন্ধান সংস্থা ও সুন্দরবনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবনেরপ্রান্তিক তফসিলি জাতি ও উপজাতি মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্য কে সামনে রেখে একটি করে আম্রপলি আম গাছের চারা তুলে দেওয়া হল। প্রত্যেকে তাঁর মায়ের নামে আম গাছের চারাটি বাড়িতে গিয়ে রোপন করবে এবং মায়ের মত যত্ন সহকারে গাছটি শুশ্রূষা করার শপথ গ্রহণ করেন এদিন। প্রায় তিন হাজার মহিলা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় পাট ও সমবর্গীয় তন্তু অনুসন্ধান সংস্থার অধিকর্তা ডঃ গৌরাঙ্গ কর বলেন,দেশের প্রধানমন্ত্রী গত ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নতুন দিল্লির বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে জনসাধারণের গাছ রোপনের মধ্য দিয়ে একটি গাছ মায়ের নামে কর্মসূচি চালু করেন । যার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে আমাদের দেশে সবুজায়নে বিপ্লব ঘটতে পারে। অন্য ধারে ফলের চারা রোপণ করতে পারলে বিশেষত মহিলাদের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব,আগামী দিনে সুন্দরবনের আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক দিকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ অন্যদিকে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি ফলের চারা লাগিয়ে ছোট পরিবারগুলির আর্থিক উন্নত করা যেতে পারে।

প্রথম নজর

দু'ই বিধায়কের উপস্থিতিতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: জন সেবার পাশাপাশি এবার এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য বিনামূল্যে রোগ পরীক্ষা করলেন দুই বিধায়ক তথা চিকিৎসক। এক জন হাঁসন কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়। অপর জন মুরারই বিধান সভার বিধায়ক ও চিকিৎসক মোশারফ হোসেন। বৃহস্পতিবার নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের ভগলদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়ে অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বিনামূল্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরটি করে সেভ দেম ফাউন্ডেশন। স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তথা হাঁসন কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সেভ দেন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। হাঁসনের বিধায়ক অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় তিনি আগা গোড়া নিজে চিকিৎসা করেছেন। একই ভাবে মুরাইয়ের বিধায়ক তথা শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ মোশারফ হোসেন তিনিও চিকিৎসা করেন। সেই সঙ্গে জেনারেল সার্জেন রামপুরহাট হাসপাতালের চিকিৎসক সৌরভ মাঝি তিনিও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেন। এদিন তিন জন চিকিৎসক বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত মোটের উপর ৩৫০ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরিক্ষা করেন। সেই সঙ্গে তাঁদের বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণও করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেভ দেম ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তারা।

গান্ধী সপ্তাহে সর্ব ধর্মের গ্রন্থ পাঠ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেমারি

আপনজন: মেমারি ১ ব্লকের কলানবগ্রামের শিক্ষা নিকেতনে বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সূচনায় বিদ্যাসাগরের ছবিতে মাল্যদান করেন সাংবাদিক সেখ সামসুদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা নিকেতনের ইনচার্জ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রিনা হাটি সহ শিক্ষা নিকেতনের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। আগামী ২রা অক্টোবর শেষ হবে বলে জানান রীনাহাটি। গান্ধী সপ্তাহ পালনের সূচনায় গীতা পাঠ কোরআন পাঠ সহ চরকায় সুতো কাটা ও অন্যান্য কর্মসূচি করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক উদ্বোধনী সঙ্গীত ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

আরামবাগে বিদ্যাসাগর স্মরণ

আপনজন: হুগলির আরামবাগ শহরে বর্ণপরিচয় এর স্রষ্টা ও বাংলা গদ্যের জনক, সমাজ সংস্কারক, নবজাগরণের প্রাণপুরুষ, দয়ার সাগর ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের কান্ডারী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্ম দিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি ও তার মূর্তিতে মাল্যদান করেন আরামবাগ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব কর্মীবৃন্দ।

গৃহবধূকে পিটিয়ে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ক্যানিংয়ে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: এক গৃহবধুকে পিটিয়ে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে।বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের ডাবু গ্রামে। মৃত বধুর নাম লতিকা মন্ডল সরদার(১৯)।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃত বধুর দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যদিও ঘটনার পর থেকে বধুর স্বামী গোবিন্দ,শ্বশুর তপন ও শাশুড়ি রাধারানী'রা সরদার পলাতক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ,গত প্রায় ছমাস আগে ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রেদোখালির লতিকার সাথে বিয়ে হয় নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের ডাবু গ্রামের গোবিন্দ সরদার সাথে।বিয়ের পর থেকে শ্বশুর বাড়ির লোকজন প্রতিনিয়ত অত্যাচার চালাতো বলে বধুর বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ।অন্যদিকে এক মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে গোবিন্দ'র। এমন ঘটনার কথা জানতে পারে ওই বধু।প্রতিবাদ করতে জুটতো বেদম প্রহার।অভিযোগ বৃহস্পতিবার সকালে ওই বধুকে পিটিয়ে খুন করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় শ্বশুর বাড়ির লোকজন। পরে গোবিন্দ তার শ্বশুর কে ফোন করে জানায় 'লতিকা ঝগড়া করছে। অসুস্থ রয়েছে।'এরপর ফোন বন্ধ করে পালিয়ে যায়। প্রতিবেশী দুই মহিলা ওই বধুকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করে। ঘটনার খবর পেয়ে বধুর বাপের বাড়ির লোকজন শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ঘটনা প্রসঙ্গে বধুর বাবা দিলীপ সরদার জানিয়েছেন, 'প্রতিনিয়ত মেয়ের উপর অত্যাচার করতো জামাই গোবিন্দ ও তার বাবা মা। এদিন সকালে জামাই ফোন করে বলে আপনার মেয়ে ঝগড়া করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

কালভার্ট ভেঙে পড়ায় প্রবল যাতায়াত সমস্যার সম্মুখীন এলাকাবাসী

মাফরুজা মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: বৃষ্টির জেরে।কালভার্ট ভেঙে বিছিন্ন হয়ে গেল যাতায়াতের রাস্তা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি এলাকায় ।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বিগত প্রায় কয়েক সপ্তাহ আগে এলাকার একমাত্র যাতায়াতের রাস্তার একটি কালভার্ট ভেঙে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। পাশাপাশি রাস্তাটির কয়েক কিলোমিটার বেহাল অবস্থা পড়ে রয়েছে। কয়েক বছর ধরে। অসুবিধার সম্মুখিন হচ্ছেন বহু মানুষজন।প্রায় দু তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তাদের কে ঘুরপথে যেতে হচ্ছে। পাশাপাশি ঘুরপথে যাতায়াত করার জন্য অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।এলাকাবাসীদের আরো অভিযোগ কোন অসুস্থ বা গর্ভবতী মা কে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় ঘুরপথে যেতে হচ্ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েতে কিংবা প্রশাসন কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি এলাকার ভাঙ্গা এই কালভার্ট টি। তবে ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিতা সরদার কে ফোন করলে। তিনি মুঠোফোনে জানান এ বিষয়ে তেমন কেউ অভিযোগ জানাননি ও আমার জানা ছিল না। এ বিষয়ে জেনে দ্রুত এর সমাধান করব। জনগণের পাশে থেকে কাজ করা আমার কাজ। যাতে তাদের সমস্যা না হয় সেদিকে নজর দেব।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অফিসে রক্তদান

অমরজিৎ সিংহ রা ● বালুরঘাট

আপনজন: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রথমে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এর পরে শুরু হয় রক্তদান শিবির। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, এদিন সব মিলিয়ে প্রায় ৮০ জনের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা রক্তদান করেছেন।

এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, 'আজকে অফিস প্রাঙ্গনে আমরা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের

আয়োজন করেছিলাম। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। যারা রক্তদান করেছেন তাঁদেরকে আমরা একটি করে চারাগাছ ও গোলাপ ফুল দিয়ে দপ্তরের তরফে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছি। সব মিলিয়ে প্রায় ১০০ ইউনিটের বেশি রক্তদান করেছে। পাশাপাশি দুটো হোমের পড়ুয়াদের হাতে আমরা স্কুল ব্যাগ তুলে দিয়েছি।'

আটদিন ধরে জলবন্দি বন্যা দুর্গতদের পাশে বিধায়ক হুমায়ুন

সন্ন্যাসী কাউরী ● ডেবরা

আপনজন: টানা বৃষ্টি এবং জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে প্লাবিত হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ সবথেকে বেশি ডেবরা ব্লকে। এখনো জলের তলায় রয়েছে কয়েকশ বাড়ি। অসহায় হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এলেন ডেবরার বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী হুমায়ূন কবীর।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ডেবরা ব্লকের গোলগ্রাম অঞ্চলের বিহারী চক, খাজুরী, চকপ্রাননাথ, দামোদরপুর এলাকার দুর্গত পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন তিনি ।

এদিন বৃষ্টি মাথায় করে দুর্গত মানুষদের হাতে জল, শুকনো খাবার, চাল, ডাল, আলু, চানাচুর, তেল, বিস্কুটের প্যাকেট তুলে দেন। এদিন তিনি ভরতপুর, ভবানীপুর মলিঘাটি, গোলগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় এক হাজারেরও বেশি বন্যা দুর্গত পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বন্যায় সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে ডেবরা ব্লকে। কৃষি নির্ভর ডেবরা ব্লকের খাজুরী, বিহারীচক, চকপ্রয়াগ , চকপ্রাননাথ, দামোদরপুর, জোতনারায়ণ, ত্রিলোচনপুর, নরহরিপুর, জয়দেবপুর, শ্রীপুর, মধুবনপুর, শ্রীবল্লভপুর, শিমুলতলা, বিভিন্ন এলাকা এখনো জলের তলায়। আট দিন ধরে জলবন্দী হয়ে রয়েছেন মানুষ। পানীয় জলের সমস্যা কিছুটা মিটলেও গবাদি পশুর খাদ্য ও ওষুধ সমস্যা রয়েছে বলছেন সাধারণ মানুষ। পরবর্তী সময়ে এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেবেন বলে জানান হুমায়ূন কবীর।

অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসছেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা । বিহারী চক ও চকপ্রয়াগ সেইভাবে ত্রাণ আসেনি বলে দাবি করছিলেন ওই এলাকার মানুষ। খবর পেয়ে ত্রাণ নিয়ে ছুটে আসেন বিধায়ক হুমায়ূন কবীর। বিধায়কের কাছ থেকে ত্রাণ পেয়ে খুশি বানভাসি মানুষজন। বিধায়কের কাছে জলের তোড়ে ভেঙে যাওয়া বাঁধ দ্রুত নির্মাণ, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ, জল নেমে যাওয়ার পর মেডিকেল পরিষেবা প্রদানের দাবি করেন এলাকার মানুষ। হুমায়ূন কবীর ছাড়াও এদিনের ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ শীতেশ ধাড়া, পঞ্চায়েত সদস্য অর্জুন সাউ, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় সহ অন্যান্যরা।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস সাড়ম্বরে পালিত হল বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠে

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫ তম জন্মদিবস মহা সাড়ম্বরে পালিত করা হল কালিয়াচকের হারুচকের সাহাবাজপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ মিশনে। এদিন মিশনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিদ্যাসাগরের ছবিতে মাল্যদান ও বিদ্যাসাগরের নামে একটি দেওয়াল পত্রিকার উন্মোচন করে জন্মদিনটিকে পালন করা হয়।

এছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ মিশনের ছাত্র জাহিন ফারহাদ ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরিক্ষায় রাজ্যে ১৩ তম স্থান অধিকার লাভ করে ও সায়েম আক্তার এই সালের মাধ্যমিক পরিক্ষাতে ৭০০ র মধ্যে ৬৭৭ নম্বর অর্থাৎ রাজ্যে ১৭ তম স্থান অধিকার লাভ করেছে এবং ওই মিশনেরই ছাত্র রামকৃষ্ণ মন্ডল সর্বভারতীয় নিট ইউজি পরিক্ষায় অদবিধ্য নাম্বার পেয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এই তিনজন ছাত্রদেরকে বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বরণ করে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও মিশনের সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় পর্বের পরিক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদেরও সংবর্ধনা তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ মিশনের সম্পাদক হাবিবুর রহমান, প্রধান শিক্ষক বাপী প্রামাণিক, সহকারী প্রধান শিক্ষক জুলসেদ আলী, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল গণি আনসারি সহ মিশনের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

মিশনের প্রধান শিক্ষক বাপী প্রামাণিক বলেন, বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ স্কুলের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অনেক উজ্জ্বল অধ্যায় রচিত হয়েছে বহু কৃতি ছাত্রছাত্রীর কৃতিত্ব গরিমায়। এই বিদ্যালয় থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী জীবনে খ্যাতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে। এই অভূতপূর্ব এক ঐতিহাসিক গৌরব লাভের পুণ্য লগ্নে আমরা স্কুলের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বরণ করি ও বিশেষ সম্মাননা তুলে দিলাম। সংবর্ধিত ছাত্রছাত্রীদের এটাই বলব তোমরা শুধু আমাদের এই বিদ্যালয়ের গর্ব নও শহর কালিয়াচক তথা মালদা জেলা তোমাদের এই সাফল্য ও কৃতিত্বে আলোকিত। তোমাদের এই প্রতিভা চকিত চমকে সাফল্যে আমাদের বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ এর সুনাম ও গৌরবে গর্বিত।

রাস্তার উপর দিয়ে শালী নদীর জল বইছে, এক কোমর জলে যাতায়াত

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাস্তার উপর দিয়ে বইছে শালী নদীর জল, এক কোমর জলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের , সমস্যায় বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ মানুষ , দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রশাসনের ।

রাস্তার উপর এক কোমর জল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের ।

এ ছবি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের ধানশিমলা পঞ্চায়েতের কাশিপুর সংলগ্ন এলাকার ।

স্থানীয়দের দাবি , প্রতিবছর বর্ষাকাল এলে ধানশিমলা থেকে কাশিপুর যাওয়ার রাস্তার এই অংশ জলের তলায় চলে যায় ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হয় তাদের । তার উপর নিম্নচাপের বৃষ্টির কারণে শালী নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই জল এই মুহূর্তে রাস্তার উপর দিয়ে বইছে । ফলে একপ্রকার জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের । সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ মানুষদের । সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের ।

স্থানীয়দের দাবি , দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে এই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কিন্তু তারপরেও সমস্যা সমাধানের কোনরকম উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না প্রশাসনের তরফে । তাই দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের দাবী জানিয়েছেন তারা ।

এ বিষয়ে সোনামুখী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে তিনি জানান , ইতিমধ্যেই এই সমস্যার কথা অ্যাকশন প্ল্যানে ধরানো হয়েছে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে ।

পাট বোঝাই নৌকা উল্টে তলিয়ে গেল দুই ভাই

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বন্যার হাত থেকে পাট রক্ষা করতে নৌকা করে পাট পার করার সময় নৌকা বোঝায়া পাট সহ উল্টে বন্যার জলে তলিয়ে গেল দুই ভাই।

বৃহস্পতিবার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচকের ভূতনীর বন্যা কবলিত এলাকায়। জানা গেছে, জলে তলিয়ে যাওয়া দুই ভাইয়ের মধ্যে একজনের নাম পরিমল মন্ডল, বয়স ২১ বছর এবং অপরজনের নাম বঙ্কিম মন্ডল, বয়স ১৮ বছর। তাদের বাড়ি ভূতনীর শংকরটোলা এলাকায়। এদিন দুই ভাই মিলে বন্যার জলে ডুবে যাওয়া পাট খেত থেকে পাট কেটে টিনের নৌকায় চেপে বাড়ি ফিরছিল। ওই সময় শংকরটোলায় ঝড়-বৃষ্টিতে নৌকা উল্টে দুই ভাই বন্যার জলে তলিয়ে যায়। তলিয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ ধরে জলে খোঁজাখুঁজি করা হয়। কিন্তু কোন হদিশ মেলেনি বলে খবর।

হরিনাভি স্কুলে বিদ্যাসাগর স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিনাভি

আপনজন: প্রাতঃস্মরণীয় পন্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্য ২০৪-তম জন্ম দিবস যথাযথ মর্যাদায় বৃহস্পতিবারপালিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঐতিহ্যমন্ডিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হরিনাভি ডিভিএএস হাই স্কুলে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিক্রমজিৎ মন্ডল। এরপর বিদ্যাসাগরের সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর জীবন ও মনন নিয়ে আলোচনা করেন শিক্ষকেরা। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দেওয়া হয়। হরিনাভি স্কুল তাঁরই চিন্তা প্রসূত ফল। তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে এখানে স্কুল গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ দেন। তাঁর সাদাসিধে জীবন, সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তা, বাঙালির শিক্ষা সংস্কৃতিতে তাঁর যে অবদান, তা সত্যিই চিরস্মরণীয়। এদিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক জহরলাল নাইয়া।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বালি ভর্তি অবৈধ ট্রাক্টর আটক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বর্ষাকালে নদীগর্ভ থেকে বালি উত্তোলন সরকারি ভাবে নিষিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও একশ্রেণীর বালি পাচারকারী রাতের অন্ধকারে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মূল রাস্তা ছেড়ে বিকল্প রাস্তা দিয়ে অবৈধভাবে বালি পাচার করেই চলেছে । খয়রাশোল থানার ও সি সেখ কাবুল আলির কাছে খবর আসতেই তিনি বিকল্প রাস্তা গুলির সন্ধান লাগান এবং সেই মোতাবেক পুলিশ আধিকারিকদের নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেন।সেই প্রেক্ষিতে বুধবার সন্ধ্যা পরবর্তীতে স্থানীয় থানার উপরকেনান- গোপালপুর ক্যানেল সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে বালি ভর্তি একটি ট্রাক্টর আটক করে খয়রাসোল থানার পুলিশ। জানা যায় উক্ত ট্রাকটারে অবৈধভাবে বালি ভর্তি করে পাচার করার লক্ষ্যে পাঁচড়া- খয়রাসোল মূল রাস্তায় উঠার মুহূর্তে ভ্রাম্যমাণ পুলিশের গাড়ি দেখা মাত্র গাড়ির চালক গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

নদিয়ায় সীমান্তে খোলা আকাশের নীচে জিম

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের টুঙ্গির সীমান্ত ফাঁড়ির কাছে একটি মাঠের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে 'ওপেন এয়ার জিম'।অর্থাৎ খোলা আকাশের নীচেই শরীরচর্চার বন্দোবস্ত।শরীরচর্চার নানা রকম যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে রয়েছে মাঠের মাঝে।আর সেই যন্ত্রপাতি দিয়েই শরীরচর্চায় ব্যস্ত আট থেকে আশি সকলে শরীরচর্চার বিষয়ে জোর দিতেই এমন উদ্যোগ নিল সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এই উদ্যোগে বেজায় খুশি সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা।

শুধু তা-ই নয়, মহিলাদের শৌচালয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।নতুন জিমে শরীরচর্চা করার সুযোগ পেয়ে খুশি সীমান্তবর্তী এলাকায় মানুষজন। সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের এই উদ্যোগে খুশি গ্রামের পুরুষেরাও। স্থানীয় বাসিন্দা,ইরা হালদার বলেন,নারীদের সম্মান রক্ষা করার জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে দেখা যাচ্ছে।প্রতিদিন মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় স্বনির্ভরের লক্ষ্যে। একদিকে সীমান্ত সুরক্ষা রাখছে অন্যদিকে সীমান্তে বসবাসকারী মহিলাদের স্বনির্ভর করার যে উদ্যোগ বা প্রয়াস যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় মণ্ডল বলেন,"আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল নয়।অনেক সময় মাঠের কাজে সাহায্য করার জন্য বাড়ির মেয়েরা যেতে বাধ্য হন। তাঁদের সম্মান রক্ষার জন্য এ হেন উদ্যোগের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।" ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়ানের কম্যান্ডিং অফিসার সুজিতকুমার জানান, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সবসময়ই সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করে। সীমান্তের গ্রামগুলোকে সমৃদ্ধ করে দেশের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা তাদের প্রধান লক্ষ্য।

পুজোর মুখে বন্ধ হয়ে গেল ভারত জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পুজোর মুখেই বন্ধ হয়ে গেল হাওড়ার দাসনগরের ভারত জুটমিল। গত কয়েকদিন ধরেই বেশ কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে মিলের শ্রমিকরা কর্মবিরতি করছিলেন। সেই কারণ দেখিয়েই মালিক কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মিল বন্ধের নোটিশ দেয়।

এদিন সকালে মিলে এসে গেটে নোটিস দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। অবিলম্বে মিল খোলার দাবি জানান তাঁরা। মালিকপক্ষ মিল বন্ধ করে দেওয়ায় পুজোর মুখে কার্যত কয়েকশো শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়লেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, মালিকপক্ষের তরফ থেকে তাঁদের দু'টির পরিবর্তে চারটি করে কল (মেশিন) চালাতে বাধ্য করা হচ্ছিল। তাঁরা এই নিয়ে তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ তাঁদের জোর করে চারটি করে কল চালাতে বাধ্য করছিলেন। এই নিয়ে তাঁরা কয়েকদিন ধরে কর্মবিরতি করছিলেন। কিন্তু আজ আচমকাই সকালে কারখানার গেটে তাঁরা মিল বন্ধের নোটিশ দেখতে পান। তাঁদের অভিযোগ মালিকপক্ষ পুজোর আগে একতরফাভাবে মিল বন্ধ করে দিয়েছে।

পুজোর মুখে তাঁদের বেতন, পুজো বোনাস কিছুই দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই সহ অন্যান্য বকেয়া দেওয়া হয়নি। সব মিলিয়ে তাঁরা চরম সমস্যার মুখে পড়ে গেলেন। অবিলম্বে শ্রমিকরা মিল খোলার দাবি জানিয়েছেন।

প্রথম নজর

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল কোচবিহার শহরের রাজপথ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ বাতিলের দাবিতে গর্জে উঠল কোচবিহার শহরের রাজপথ। মহা মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচির আয়োজন ও নেতৃত্বে ছিল নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চ তথা নিপ্রম।
নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চের সর্বোচ্চ কমিটি পরামর্শ পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি যথাক্রমে কাওসার আলম ব্যাপারী ও সাব্বির হোসেন ; কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি রাহুল হোসেন ও সম্পাদক মাওলানা সিদ্দিক হোসেন, মাথাভাঙ্গা , দিনহাটা, তুফানগঞ্জ মহকুমার কনভেনারগন যথাক্রমে মাসুম আক্তার , মাওঃ সুমন মিয়া, মাওঃ মইনুদ্দিন ও সাহনওয়াজ হোসেন সহ বিভিন্ন নেতৃত্বের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই প্রতিবাদী মহা মিছিল সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কোচবিহারের রাজপথ ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ বাতিলের দাবিতে আন্দোলিত হয়।
মিছিলে আন্দোলনকারীর বলেন, ইসলামে ওয়াকফের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার পর, আমরা বিশ্বাস করি যে নতুন সব ধারাই ওয়াকফের ইসলামী ব্যবস্থার মূল্যবোধ ও চেতনার পরিপন্থী।
এরকম বিল আইনে পরিণত হলে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরিতে সহায়ক হতে পারে। তাই একটি দেশ দরদী অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে আমরা এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছি। তারই ধারাবাহিকতায় কোচবিহার শহরের রাজপথে মহা মিছিল করে জেলা শাসকেরমাধ্যমে দেরাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবাদ পত্র দাখিল করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতা অভিযান জেটিঘাটে

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: পরিবেশ সুন্দর করে তোলার লক্ষ্যে জেটি ঘাট ও শহরের বিভিন্ন এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম করেছে শিক্ষার্থীরা। এদিন ফকির চাঁদ কলেজ জাতীয় সেবা প্রকল্প ইউনিটের তরফে,ডায়মন্ড হারবার জেটিঘাট সংলগ্ন অঞ্চলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০ জন এনএসএস ভলেন্টিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল আমাদের পরিবেশ থেকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সামগ্রী পরিহার করা।
এই বিষয়ে পথ চলতি সাধারণ মানুষকেও সচেতন করা হয়। এই কর্মসূচিকে নেতৃত্ব দেন কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ।
এই স্বচ্ছতা অভিযানে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আগ্রহ এবং উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন

ডায়মন্ড হারবার ফকির চাঁদ কলেজের এন এস এস ভলেন্টিয়ার শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিষ্ঠানে এবং শহরের বিভিন্ন সড়ক এর পাশে ও নদীর পাড় এলাকায় এমন কার্যক্রম করে।
ফকির চাঁদ কলেজ জাতীয় সেবা প্রকল্প প্রগ্রামের অফিসার অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ জানান, আমাদের শ্রেণিকক্ষ, কলেজ প্রাঙ্গন সুন্দর পরিবেশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা চাই একটি সুন্দর ও নির্মল পরিবেশ। যে পরিবেশে ভালো ভাবে পড়ালেখা করতে পারবে, মান সম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ ও নির্মল পরিবেশ। আমরা সব সময় আমাদের কলেজ প্রাঙ্গন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবো,শিক্ষাঙ্গনে সুন্দর ও নির্মল পরিবেশ গড়ব।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ

সাইফুল লস্কর ● জাঙ্গিপাড়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার কলকাতার সার্ভেপার্ক থানার ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পূর্ব রাজাপুর নাইন ষ্টার ক্লাবের উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হল। ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁদের স্মারক, উত্তরীয় ও লেখনী উপহার দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।
শিক্ষক প্রদীপ কুমার মণ্ডল রচিত 'ক্যুইজে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু' গ্রন্থটির উদ্বোধন করেন ক্লাবের সভাপতি তথা কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শৈবাল কান্তি বসু। উপস্থিত ছিলেন ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নন্দিতা রায়, সমাজসেবী রজত ঘোষ দস্তিদার সহ বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে- উষশ্রী মণ্ডল,আবৃত্তি করেন বাচিক শিল্পী- পাপড়ি মণ্ডল, নৃত্য প্রদর্শন করেন নিমিশা নাথ। বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকাদের পক্ষে মূল্যবান মতামত জ্ঞাপন করেন শিক্ষিকা অপর্না বেরা, শিক্ষিকা কৃষ্ণা দাস, শিক্ষক প্রতাপ মণ্ডল, দেবাশীষ নস্কর। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রদীপ কুমার মণ্ডল।

গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি, বন্ধ করা হল ধুলিয়ান-পারলালপুর ফেরি

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গঙ্গার জলস্তর ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান-পারলালপুরের নৌকা চলাচল। বুধবার দুপুরের পর থেকেই বন্ধ করা দেয়া হয়েছে দুই পাড়েরই ফেরিঘাট।
একদিকে লাগাতার বর্ষণ, অন্যদিকে গঙ্গার ব্যাপক জলস্তর বৃদ্ধি এবং প্রবল স্রোত। ফলে যেকোনো রকম দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আপাতত প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নিত্যদিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করতেন এই ফেরিঘাট দিয়ে। এদিকে ধুলিয়ান থেকে ফেরিঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কার্যত দুই পাড়ের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, গঙ্গার ব্যাপক জলের বৃদ্ধির ফলে ভেসে গিয়েছে মালদার পারদেওনাপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা। তার ফলে নৌকা চলাচলে আরো ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে বুধবার সকালে জঙ্গিপুর কলেজে পরীক্ষা দিতে আসেন নুর মোহাম্মদ কলেজে পাঠরত মালদার পারদেওনাপুর এলাকার কয়েকজন ছাত্রছাত্রী। কিন্তু দুপুরের পর নৌকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সন্ধ্যায় ব্যাপক সমস্যায় পড়েন তারা। ফেরিঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাড়ি যেতে না পেরে দুশ্চিন্তায় পড়েন ছাত্র ছাত্রীরা। বিষয়টি নজরে আসতেই সামশেরগঞ্জ থানার ওসি অভিজিৎ সরকারের তত্ত্বাবধানে বিশেষ পুলিশের গাড়িতে করে ফারাক্কা ব্যারেজ হয়ে জাতীয় সড়ক দিয়ে মালদার পারদেওনাপুরে তাদেরকে রেখে আসা হয়। পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকরা।
এদিকে শুধু ধুলিয়ান ফেরিঘাট বন্ধই নয়, গঙ্গাঘাটে বসানো হয়েছে প্রশাসনের বিশেষ পুলিশ ক্যাম্প। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জেলেদের মাছ ধরা। কোন রকম দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে রক্ষা করতে প্রশাসন কড়া নজরদারি শুরু করেছে। যেভাবে গঙ্গার জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে তাতে বাধ্য হয়ে ধুলিয়ান ফেরিঘাট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। ফলে সমস্যায় পড়েছেন বহু মানুষ। ওপারে স্কুলে শিক্ষকতা করতে যান ধুলিয়ানের বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা। ওপার থেকেও ব্যবসা বাণিজ্য সহ বিভিন্ন কাজে পারাপার করতে হয় তাদের। কিন্তু একদিকে পারদেওনাপুর এলাকা জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে, অন্যদিকে আবার গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। তাই ফেরিঘাট বন্ধে সাময়িক ভাবে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন তারা। যদিও ধুলিয়ান পৌর কর্তৃপক্ষ এবং সামশেরগঞ্জ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মালদা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে আপদকালীনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই আবার নৌকা চলাচল শুরু হবে শত ব্যস্ততম এই ফেরিঘাটে।

বাংলা পক্ষের 'বিদ্যাসাগর সম্মাননা' মুর্শিদাবাদ জেলার কৃতী সন্তানকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ২০৫ তম জন্মদিবসে বাংলা পক্ষ মুর্শিদাবাদ জেলা আয়োজিত "শিক্ষক দিবস"-এর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বহরমপুর শহরে 'সাংবাদিক সংঘ' সভাঘরে ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে তিনটায়। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় অনুষ্ঠান শুরু হতে বেশ খানিকটা দেরী হলেও আলোচনা ও সম্মাননা প্রদানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক দিবসের আয়োজন ছিল যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলা পক্ষ মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক অরিন্দম চন্দ্র তার প্রাককথনে কেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং কেন তাঁর জন্মদিনই শিক্ষক দিবস পালিত হওয়া যুক্তিযুক্ত তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন "বিদ্যাসাগর তাঁর একটা জীবনে যত কাজ করে গেছেন তা হয়তো কয়েকশো জনের পক্ষে সম্ভব; কিন্তু তা একা করে যে দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর স্থাপন করেছেন তা পৃথিবীতে বিরল।" সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলা পক্ষ'র শীর্ষ পরিষদ সদস্য মনোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং তিনিই ছিলেন সভার মুখ্য বক্তা। বক্তৃতায় তিনি বিদ্যাসাগরের জাতীয়তাবাদী চেতনার ব্যাখ্যা করেন; এবং জানান বর্তমান বাঙালি সমাজে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সূত্রপাত ঘটানোর

কাজটি করেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি জানান ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলা পক্ষ শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার একজন করে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিদ্যাসাগর জাতীয় শিক্ষক সম্মাননা প্রদান করা হয়।" এরপর বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ, যাঁকে মুর্শিদাবাদের ডিরোজিও আখ্যা দেওয়া হয় - তাঁর হাতে "বিদ্যাসাগর জাতীয় শিক্ষক সম্মান-১৪৩১" তুলে দেওয়া হয়। তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন বাংলা পক্ষ মুর্শিদাবাদ জেলা সদস্য ওফেলিয়া চন্দ্র দত্ত। জেলা সম্পাদক মানপত্র পাঠ করেন। এবং মানপত্র ও স্মারক খাজিম আহমেদের হাতে তুলে দেন মনোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শেখপাড়া পলিটেকনিক কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান; সঙ্গে ছিলেন জেলার এক ঝাঁক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।
এরপর খাজিম আহমেদ তাঁর বক্তৃতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের বিভিন্ন দিক এবং সেখান থেকে কিভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিপুষ্ট হয়েছে উদাহরণ সহযোগে তার ব্যাখ্যা করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন --- আজকে যে উন্নত বোধসম্পন্ন, কুসংস্কার মুক্ত বাঙালি সমাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি তার অন্যতম নির্মাতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।সভায় শেষ বক্তা ছিলেন শেখপাড়া পলিটেকনিক কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ হাসানুজ্জামান। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনটিতে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালনের বাংলা পক্ষ'র প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। সভায় বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও লেখক অরূপ চন্দ্র, চিত্রশিল্পী কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত, চিত্রশিল্পী মিজানুর খান, শিক্ষক সুদীপ্ত দাস, ইউনূস আলী, সমীর নাগ, জয়নুল আবেদিন, সাংবাদিক হাসান শেখ এবং আরো অনেকে।

প্লাবিত জলে স্নানে নেমে দুই পড়ুয়ার মৃত্যু

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: পদ্মার প্লাবিত জলে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় দুই স্কুল পড়ুয়া। জলে ডুবে মৃত্যু হয় তাদের। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে লালগোলা থানার মানিকচক গ্রাম পঞ্চায়েতের আষিড়াদহ বিএসএফ ক্যাম্পের পিছনে। মৃত দুই ছাত্রের নাম আলতামাস কবীর ওরফে মেহেক (১৩) এবং খালিদ হাসান (১৭)। দুই স্কুল পড়ুয়াকে উদ্ধার করে প্রথমে আইড়মারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পরে কৃষ্ণপুর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মানিকচক গ্রামের বাসিন্দা আলতামাস কবীর আষিড়াদহ এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের আবাসিক ছাত্র, ওই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে পড়ত সে। কিছুদিন আগে ফারাক্কা বাঁধের জল ছাড়ার পর

পদ্মার জল বন্যা আকারে স্কুলের কাছাকাছি এলাকায় চলে আসে। প্লাবিত জলে স্নান করতে নামে চার স্কুল পড়ুয়া। কিছুটা গভীরে যেতেই হাবুডুবু খেতে থাকে আলতামাস। সে সময় মানিকচক হাই মাদ্রাসার একাদশ শ্রেণির ছাত্র কাহারপাড়ার খালিদ হাসান আলতামাসকে উদ্ধার করতে গেলে সে নিজেও হাবুডুবু খেতে থাকে। দু'জনেই তলিয়ে যায় পদ্মার প্লাবিত জলে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে দু'জনকেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার পর মানিকচকে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

আমতায় আরডিএ-র অভয়া ক্লিনিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার বন্যা কবলিত আমতা-২ নং ব্লকের জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাকালপুর এলাকায় অভয়া ক্লিনিক ও ত্রান শিবিরের আয়োজন হল। আইএমএ বেঙ্গল শাখার সহযোগিতায় এবং উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যগে এদিনের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আরডিএ সংগঠনের সভাপতি ডাঃ শুভদীপ বোস।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে চালু হল ১ টাকার পাঠশালা

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন:দক্ষিণ ২৪ পরগনার জিবনতলা থানার অন্তর্গত গৌড়দহ স্টেশন এলাকায়।এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার প্রদীপ প্রজ্জ্বোলনের মধ্যে শুভ উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী পায়েল সরকার। এক টাকার পাঠশালা ।যেখানে প্রতিটি ছাত্র ছাত্রী কে মাসিক বেতন বাবদ ১ টাকা করে দিতে হবে। এক টাকার পাঠশালা।বর্তমানে জিবনতলা থানার অন্তর্গত গৌড়দহ স্টেশন এলাকায় ১ টাকার পাঠশালা ৪০ জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে পথচলা শুরু করেছে বৃহস্পতিবার থেকে।ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন সকাল ৬ টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত ১ টাকার পাঠশালায় পড়াশোনার কাজ চলবে।প্রতিদিনই দায়িত্বে থাকবেন ৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকা।
উল্লেখ্য বর্তমানে যখন ডিজিটাল ভারত,ডিজিটাল বাংলায় পাকা স্কুলে এবং অনলাইনে পঠন পাঠনে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রত্যন্ত প্রান্তিক গ্রামের শিশুরা খেলায় মত্ত। তাদের পরিবারের আর্থিক অনটনের জন্য একবেলা পেটের খাবার জোগাড় করা দায়। সেখানে স্কুলে ভর্তি কিংবা পড়াশোনা ব্যাপারটা নিছক বাহুলতা। সেই কথা মাথায় রেখে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য সদস্যরা । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে গৌড়দহ স্টেশন এলাকায় শুরু হয় স্বপ্নের ১ টাকার পাঠাশালা।
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এমন উদ্যোগ গ্রহণ করায় এলাকার মানুষজন প্রশংসা করেছেন।
অন্যদিকে সোনারতরী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সম্পাদক শ্রীকান্ত বধুক,জানিয়েছেন 'শিশুরা আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।তারা যদি নিরক্ষর থাকে আমাদের তথা দেশের ক্ষতি।
যারফলে অসহায়,দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যাতে করে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে তার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। উপস্থিত ছিলেন সোনারতরী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সম্পাদক শ্রীকান্ত বধুক, সহ-সভাপতি সুব্রত মন্ডল এডভাইজার নিরুপম মন্ডল সদস্য সুনিতা মন্ডল, কবিতা মন্ডল, সৌরভ বেড়া, গৌতম মন্ডল ,সুজাতা মন্ডল মায়া পট্টনায়, প্রিয়ঙ্কা খা, জয়ন্তী দাস , তৃণমূল মুখপত্র কোহিনুর মজুমদার সহ প্রমুখ।

স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে পড়ুয়ারদের সঙ্গে বসে মিড ডে মিল খেলেন ডিএম

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গেই বসে মিড ডে মিল খেলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক। স্কুলের মিড ডে মিলের খাবারের মান সহ অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখেন তিনি। জেলা জুড়েই মিড ডে মিলের খাবারের মান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সহ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ই খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে।
এদিনের এই পরিদর্শনে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র সহ উপস্থিত ছিলেন, সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক (এআই) সৌমিত্র সরকার, বালুরঘাট সদর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পিংকু সরকার। উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলোতে শুরু হয়েছে পরিদর্শন। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই বিশেষ পরিদর্শনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেইমতো গোটা রাজ্যের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়েও শুরু হয়েছে এই বিশেষ পরিদর্শন। স্বয়ং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট তথা মিড ডে মিল প্রকল্পের জেলা নোডাল অফিসার অরুন কুমার সরদার বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই বিশেষ পরিদর্শন চলবে। মূলত শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বিদ্যাসাগরের আদর্শকে বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য। জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রায় ৩২৪ টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১১৮৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে বেশ কিছু শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র। এই পরিদর্শনের সময় সমস্ত বিদ্যালয় গুলিতে পঠন-পাঠন, পরিকাঠামো, মধ্যাহ্নকালীন আহার সহ বিভিন্ন বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র জানান, 'আমাদের জয়েন্ট ইন্সপেকশন চলছে। এদিন আমরা সবমিলিয়ে সাতটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। পরিদর্শনে মিড ডে মিলের পাশাপাশি পঠন-পাঠন, পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিদর্শনে বেশ কিছু ভালো দিকে উঠে আসছে। আবার কোথায় কোথাও কিছু খামতি রয়েছে। ভালো দিক গুলোকে আরো ভালো ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা অনুপ্রেরণা দিচ্ছি। পাশাপাশি যেখানে খামতি রয়েছে, তা পূরণ করতে পরামর্শ দিচ্ছি।'

সেভ দেম ফাউন্ডেশনের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার নলহাটী থানার ভগলদিঘি হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হলো সেভ দেম ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। এই ক্যাম্প সাধারণত গ্রামীণ মানুষের সুবিধার্থে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। আজ ইংরেজি ২৬ সে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল দশটা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত চলে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প।
এই ক্যাম্পে বিনা পয়সায় এলাকার সাধারণ ও অসহায় দুস্থ মানুষের সুচিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। আজকের এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে যে সকল ডাক্তারগণ উপস্থিত ছিলেন তিনারা হলেন, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও হাসন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার অশোক চ্যাটার্জী, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোশারফ হোসেন সার্জেন্ট ডাক্তার সৌরভ মাঝি

,জেনারেল ফিজিশিয়ান ডাক্তার সুরজিৎ কর্মকার , এবং ডাক্তার অনামিকা কোনের।
এছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সেভ দেম ফাউন্ডেশন এর ফাউন্ডার ও জেনারেল সেক্রেটারি শরীফ হোসেন এবং সভাপতি হাসিবুল ইসলাম। শরীফ হোসেন ও হাসিবুল ইসলাম আমাদের জানান, আজ আমরা জে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পটি করতে পেরেছি তার জন্য সমস্ত ডাক্তার বাবু প্রশাসন ও এলাকার মানুষকে অসংখ্য ধন্যবাদ তারা সকলেই চরমভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দলীয় অফিসে সাংবাদিক বৈঠক অনুব্রতর

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল গরু পাচার কাণ্ডে তিহার জেলে বন্দি ছিলেন প্রায় দু বছর। গত দুদিন হল তিনি জামিনে মুক্ত পেয়ে বীরভূমে বোলপুর নিচু পট্টি বাড়িতে ফিরেছেন। বীরভূমের মাটিতে পা রাখতেই হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক তাকে সুস্বাগতম জানান। যদিও অনুব্রত মণ্ডলের শারীরিক কিছু সমস্যা থাকায় তিনি সবার সঙ্গে প্রথম দিন দেখা করতে পারেননি। পরের দিন অবশ্য বোলপুর তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় নেতা ,মন্ত্রী ,কর্মী সমর্থকদের ডেকে সবার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করেন। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যের সময় সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন। প্রথমেই তিনি জানান তার শরীর সুস্থ আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম এসেছিলেন তাকে ধন্যবাদ জানান। অনুব্রত মণ্ডল জানান সব ধরনের মানুষকে সাহায্য করুন বন্যা কবলিত এলাকায় ও সামনে বাঙালি দুর্গোৎসব উৎসবে অভিষেক ব্যানার্জি এই বার্তা দিয়েছেন সারা পশ্চিম বাংলার মানুষ ও বীরভূম জেলার মানুষ যে যেখানে আছে বিধায়ক থেকে শুরু করে সাংসদ এমনকি সভাধিপতি সবাই একসঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে এই কথাও জানান অনুব্রত মণ্ডল।

এবার ডেঙ্গুতে মৃত্যু হল কালিয়াচকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মোথাবাড়ি

আপনজন: এবার ডেঙ্গুতে মৃত্যু হল মালদার কালিয়াচক-২ নং ব্লকের বাবলা এলাকার মিরপাড়ার তরতাজা যুবক মীর আকবর আলীর (২২)। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বেশকিছুদিন আগে জ্বর হয়েছিল আকবর আলীর। শারীরিক অসুস্থতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকায় রবিবার বাঙ্গীটোলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে সাধারণ চিকিৎসা চলার পর মালদা জেলা সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। রক্ত পরিক্ষায় ধরা পড়ে ডেঙ্গু পজিটিভ।

চেন্নাই এক্সপ্রেস-কে বেলাইন করে ইতিহাস রচনা মহামেডানের

মহামেডান-১ (রেমসাঙ্গা)। চেন্নাইন এফসি-০।

মোস্তাফিজুর রহমান ● চেন্নাই

আপনজন: প্রথম দুটো ম্যাচে জয়ের দোরগোড়া থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল মহামেডানকে।কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে তাও আবার অ্যাওয়ে, দুবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়নকে হারিয়েই নিজেদের আইএসএল ইতিহাসে প্রথম জয়ের ছাপ রেখে গেল সাদাকালো যোদ্ধারা।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে আক্রমনাত্মকভাবেই শুরু করে কলকাতার অন্যতম প্রধান। ফলস্বরূপ ম্যাচের ৩৫ মিনিটেই সুযোগ এসে গিয়েছিল মহামেডান সমর্থকদের হার্টথ্রব অ্যালেক্সিজের সামনে। গোলকিপারকে ডজ করেও পোস্টে প্রতিহত হয় তাঁর শট। কিন্তু মিনিট তিনেকের মধ্যেই পোস্টে লাগার আক্ষেপ মিটিয়ে দেন রেমসাঙ্গা। চেন্নাইন ডিফেন্ডারের ব্যাক হেড দুরন্ত ফলো করে গোলকিপারের নাগাল এড়িয়ে ১-০ করেন রেমসাঙ্গা।

হতে পারতো আরও খান দুই, যদি রেফারি পেনাল্টি বঞ্চিত না করতেন।

তবে, ম্যাচের একদম শেষ মূহুর্তে মাঞ্জুকি পেনাল্টি মিস না করলে ব্যবধান বাড়িয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতো মহামেডান। কেননা অতিরিক্ত সময়ের গেরোয় এদিনও ৯০+৪ মিনিটে গোললাইন সেভ করেন মহামেডানের জুইডিকা। সব নেতিবাচকতা দূরে সরিয়ে মহামেডান সমর্থকরা নিজেদের আইএসএল ইতিহাসের প্রথম জয়ে মগ্ন। এবারের আইএসএল-এ কলকাতা থেকে খেলছে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও মহামেডান স্পোর্টিং। পাশাপাশি ৫ অক্টোবরের ডার্বিতে কি মোহনবাগানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাখলো মহামেডানের আজকের জয়? উত্তরের অপেক্ষায় সময়!

বার্সা কোচের চোখে লেভানডফস্কিই গত এক দশকের সেরা ৯ নম্বর

আপনজন ডেস্ক: গত ১০ বছরে ৯ নম্বর জার্সির স্ট্রাইকার একেবারে কম দেখা যায়নি। বার্সেলোনায় লুইস সুয়ারেজের দিনগুলো মনে করা যায়। কিংবা রিয়াল মাদ্রিদে করিম বেনজেমা ও হাল আমলে ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হলান্ডকেও বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিকের চোখে গত এক দশকের মধ্যে সেরা ‘৯ নম্বর’ জার্সির খেলোয়াড় হলেন রবার্ট লেভানডফস্কি।

লা লিগায় গতকাল হেতাফের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়ের পর এ কথা বলেন জার্মান এই কোচ। ১৯ মিনিটে গোল করেন বার্সার পোলিশ স্ট্রাইকার লেভানডফস্কি। এ নিয়ে লিগে ৭ ম্যাচে ৭ গোল করলেন লেভা।

লা লিগায় এবারের মৌসুমে বার্সার প্রথম ৭ ম্যাচের সব কটিতেই জয় পেলেন ফ্লিক। স্পেনের শীর্ষ এই ক্লাব প্রতিযোগিতায় কোচ হিসেবে অভিষেক মৌসুমে ফ্লিকের আগে প্রথম ৭ ম্যাচেই জয় পেয়েছেন তিনজন কোচ–হোসে মানুয়েল দিয়াজ (স্পোর্তিং গিহন, ১৯৭৯), ভান্দেরলেই লুক্সেমবুর্গো (রিয়াল মাদ্রিদ, ২০০৫) ও জেরার্দো মার্তিনো (বার্সেলোনা, ২০১৩)। আমার চোখে সে (লেভানডফস্কি) গত এক দশকের সেরা ৯ নম্বর। তার কাজটা গোলের সামনে, বক্সে এবং সে দারুণ করছে।

হান্সি ফ্লিক, বার্সেলোনা কোচ নিয়মিত একাদশের ৭ খেলোয়াড় ছাড়াই এ ম্যাচে দল সাজিয়েছিলেন ফ্লিক। প্রায় ৮০ শতাংশ সময় বল দখলে রাখার পাশাপাশি ১৬টি গোলের প্রচেষ্টা চালিয়ে দাপট ছড়িয়েছে বার্সা। বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট করেছেন বার্সার আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা।

জয়ের পর লেভানডফস্কির প্রশংসা করে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেন, ‘আমার চোখে সে (লেভানডফস্কি) গত এক দশকের সেরা ৯ নম্বর। তার কাজটা গোলের সামনে, বক্সে এবং সে দারুণ করছে।

খেলোয়াড়েরা তাকে শেষ পাসটি দেয় এবং এটাই (গোল) ঘটে। প্রথমবারের মতো আমরা প্রথমার্ধে দ্রুতলয়ে খেলে তিন পাসে একটি গোল করেছি। আমরা এটাই দেখতে চাই।’

লা লিগায় এবার নিজেদের ইতিহাসে যৌথভাবে দ্বিতীয় সেরা শুরুর দেখা পেল বার্সা। ২০১৭-১৮ মৌসুমে প্রথম ৭টি ম্যাচ জিতেছিল কাতালান ক্লাবটি। ২০১৩-১৪ মৌসুমে জিতেছিল প্রথম ৮ ম্যাচ। বার্সা এবারের লিগে এ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের জালে ২৩ গোলের পাশাপাশি হজম করেছে মাত্র ৫ গোল। ৭ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে ফ্লিকের দল। সমান ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় রিয়াল মাদ্রিদ। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় অ্যাথলেটিক বিলবাও।

পিচের থেকেও বেশি চ্যালেঞ্জিং ভারতীয় দল: সাকিব আল হাসান

আপনজন ডেস্ক: ‘মেরা ভারত মহান’ আর তারই এক ঝলক জানা গেল সাকিব আল হাসানের কথায়। বাংলাদেশের ক্রিকেট তারকা সাকিব আল হাসান বৃহস্পতিবার স্বীকার করেছেন যে টেস্ট সিরিজের জন্য ভারতে যাওয়া সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। ২০০০ সালে ঢাকায় তাদের প্রথম মুখোমুখি হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত টেস্ট ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে জয় দাবি করতে পারেনি। ভারত ও বাংলাদেশ, 14 টি ম্যাচের 12 টি ম্যাচ ভারত জিতেছে ও বাকি দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটে যে সাফল্য কাম্য সেটা বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি। শাকিবের মতে বাংলাদেশে তারা দুর্দান্ত খেলেছেন, কিন্তু সাড়ে তিন দিনে ম্যাচে শেষ করা আদর্শ ছিল না। ভারত সফরের আগে, পাকিস্তানে টেস্ট সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় পারফর্ম করেছে। সাকিবের মতে পাকিস্তানের থেকে তাদের দলের অভিজ্ঞতা বেশি। শাকিব আরো জানান যে যখন ভারতের কথা আসে, তারা বর্তমানে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শীর্ষ দল। ঘরের মাঠে খেলার সময় তাদের পরাজিত করা যাবে না। আরো বলেন এমন কি, ‘আমি একটি পরিসংখ্যানে দেখেছি যা ইঙ্গিত করে যে ভারত প্রায় ৪০০০ দিন ধরে অপরাজিত রয়েছে। আর এটি ভারতের উচ্চ স্তরের দক্ষতা প্রদর্শন করে’।

বাংলাদেশ আস্থা রাখে যে তারা উচ্চ স্তরে পারফর্ম করতে পারে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে নিজেদের প্রমাণ করতে। কানপুরের পিচ, স্পিনাদের পক্ষে তাদের জন্য উপকারী হবে কিনা জানতে চাওয়া হলে, সাকিব জানান যে- ‘যে কোন শক্তিশালী দলগুলির মুখোমুখি হওয়ার সময় পিচ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যখন ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মতো দলের মুখোমুখি হতে হয় তখন পিচের গুরুত্ব কমেই যায়। কারণ তাদের সব সময় আক্রমণ করার কৌশল থাকে, তাই সে ক্ষেত্রে পিচ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনা। সেই দল গুলির উচ্চমানের স্পিনার থাকে, উচ্চমানের ফাস্ট বোলার থাকে ও উচ্চমানের ব্যাটসম্যান-ও থাকে, তাই পিচ কোন পার্থক্য করবে না। নিজেদের পারফরম্যান্স সব সময় অটুট রাখতে হবে আর তার সাথে নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

সাকিবের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে না বিসিবি

আপনজন ডেস্ক: সম্ভব হলে ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টটা মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে খেলতে চান সাকিব আল হাসান। আগামী মাসেই দক্ষিণ আফ্রিকা আসছে বাংলাদেশ সফরে। আজ কানপুরে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর ঘোষণা করে সাকিব বলেছেন, যদি তাঁকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হয়, তিনি শেষ টেস্টটা দেশের মাটিতে খেলতে চান।

তবে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ আজ বোর্ড সভা শেষে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের হাতে নেই। তাঁকেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বোর্ড থেকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। নির্দিষ্ট একজনকে ব্যক্তিগতভাবে নিরাপত্তা দেওয়ার সামর্থ্য নেই বিসিবির।’

সাকিবের নিরাপত্তার ব্যাপারটি সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে আসতে হবে বলে মনে করেন ফারুক, ‘নিরাপত্তার বিষয়টি সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে আসতে হবে। বিসিবি কোনো এজেন্সি না, পুলিশ না, র‍্যাব না। সরকারের তরফ থেকে নিরাপত্তার ব্যাপারটি আসতে হবে।’

বিসিবি সভাপতি অবশ্য খুব করেই চান সাকিব তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টটি দেশের মাটিতে খেলুন, ‘সাকিব যদি এখান থেকে শেষ টেস্ট খেলতে পারে, ওর মতো আমিও বিশ্বাস করি এর থেকে ভালো কিছু হতে পারে না।’

সাকিবের অবসর ঘোষণা তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত বলেই মনে করেন বিসিবি সভাপতি, ‘সাকিব এ মুহূর্তে তার জীবনের খুব বাজে সময় পার করছে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করিনি। সে মনে করেছে অবসর নেওয়ার এটাই সঠিক সময়। আমি তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই। আমার দিক থেকে ওর জন্য খুব বেশি কিছু বলার নেই।’

গত জানুয়ারিতে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া সাকিব গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশেই ফিরতে পারেননি। এর মধ্যেই তিনি পাকিস্তানে দেশের হয়ে টেস্ট খেলেছেন, এখন ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দলের সঙ্গে আছেন। পাকিস্তানে খেলে ইংল্যান্ডে গিয়ে সারের হয়ে খেলেছেন কাউন্টি ক্রিকেটও। সরকার পতনের পর সাকিবের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দেশে ফিরলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে কি না, সে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উৎকণ্ঠিত সাকিব। গ্রেপ্তার করা না হলেও দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞাও আসতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর পরিবার বাস করে। সব দিক দিয়েই নিশ্চয়তা চান বাঁহাতি এ অলরাউন্ডার। নিরাপত্তার পাশাপাশি বাংলাদেশে এলে পরিবারের কাছে ফেরার নিশ্চয়তাও চেয়েছেন। সেটি সরকার বা বিসিবির উচ্চপর্যায় থেকে নিশ্চিত হোক, এটাই চাওয়া সাকিবের।

অবসর ভেঙে বার্সায় ফিরলেন শেজনি

আপনজন ডেস্ক: লা লিগায় গেতাফের বিপক্ষে চোট পেয়ে অন্তত ৫ মাসের জন্য মাঠের বাইরে চলে গেছেন বার্সা গোলরক্ষক আন্দ্রে টের স্টেগেন। তাই নতুন গোলকিপারের খোঁজে ছিল বার্সা। এবার নতুন গোলকিপার হিসেবে পোল্যান্ডের সাবেক গোলরক্ষক ভোইচেখ শেজনিকে। এইবার বার্সার প্রধান গোল কিপার টের স্টেগেনের বিকল্প হিসেবে অবসর থেকে ফিরে এসে বার্সেলোনাতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন শেজনি।

শেজনি গত আগস্টে অবসর নিয়েছিলেন। অবসর নেওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি জুভেন্টাসের হয়ে খেলতেন। এবার অবসর ভেঙেই ফিরলেন তিনি। শেজনির বার্সেলোনার যোগ দেওয়ার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন দলবদল বিষয়ক ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো। সেখানে তিনি বলেছেন, ‘ভোইচেক শেজনি বার্সেলোনায় যাচ্ছেন, সেটা নিশ্চিত। পোলিশ এই গোলরক্ষককে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে পাচ্ছে বার্সেলোনা। তাকে দলে ভেড়ানোর জন্য চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে। শেজনি অবসর ভেঙে বার্সেলোনার সঙ্গে এক বছরের চুক্তিতে সই করবেন।

চুক্তির সময়টাতে তিনি চোটাক্রান্ত টের স্টেগেনের পরিবর্তে খেলবেন।’ আগামী কয়েক দিনের মধ্যে স্পেনে তার মেডিক্যাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানিয়েছেন এই ক্রীড়া সাংবাদিক।

শেজনিকে বার্সেলোনা বাকি মৌসুমের জন্য প্রায় ৩ মিলিয়ন ইউরো বেতন দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী চোটগ্রস্ত কোনো খেলোয়াড়ের পরিবর্তে কাউকে নিলে তাকে ওই খেলোয়াড়ের ৮০ ভাগ বেতন দিতে হয়। সেটাই দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

আগামী বছরের আগে মাঠে নামতে পারছেন না নেইমার

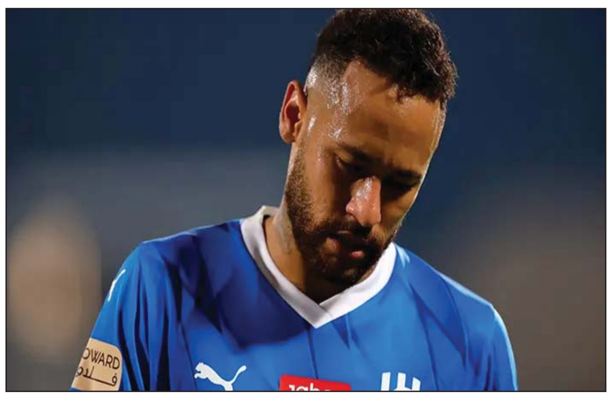

আপনজন ডেস্ক: আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ১ বছর মাঠের বাইরে ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। এবার অপেক্ষা আরো বাড়লো। আগামী বছরের জানুয়ারীর আগে তাকে মাঠে পাওয়া যাচ্ছে না বলে নিশ্চিত করলেন আল হিলাল কোচ জর্জ জেসুস। গোল ডটকম এই খবর জানিয়েছে।

২০২৩ সালের অক্টোবরে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের ম্যাচ চলাকালীন নেইমারের মেনিস্কাস এবং ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ফেটে যায়, যার ফলে তাৎক্ষণিক অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপর থেকে নেইমার কার্যত মাঠের বাইরে। তাকে শুধুমাত্র আল হিলালের নানান কাপ জয়ের সেলিব্রেশনে দেখা গেছে। এমনকি কোনো অনুশীলনেও অংশ নেননি তিনি। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ৩২ বছর বয়সী এই তারকাকে অনুশীলনের মাঠে বা জিমের ভিতরে ঘাম ঝরাতে দেখা যাচ্ছিলো। ফলে মনে হচ্ছিলো শিগগির মাঠে ফিরছেন তিনি। কিন্তু আল হিলাল কোচ সে আশায় পানি ঢেলে দিলেন। জেসুস বলেন, ‘নেইমার আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, শুধুমাত্র আল-হিলালের জন্য নয়, পুরো সৌদি লীগের জন্য। তবে আমি তার ফিরে আসার সঠিক তারিখ নির্দিষ্ট করতে পারছি না। আমরা জানুয়ারিতে আবার তার ইনজুরির অবস্থা মূল্যায়ন করব।’

নেইমারের জন্য অআল-হিলালকে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে হয়েছে। সৌদি প্রো লীগের নিয়ম অনুযায়ী দলগুলি এক মৌসুমের জন্য ২১ বছরের বেশি বয়সী সর্বোচ্চ আটজন বিদেশী খেলোয়াড় নিবন্ধন করতে পারে। নেইমারের দীর্ঘমেয়াদী ইনজুরির কারণে এই হিসাব মেলাতে বেগ পেতে হয় আল হিলাল ম্যানেজম্যানকে। নেইমারের জায়গায় খেলানোর জন্য বেনফিকা থেকে উড়িয়ে আনা হয় ব্রাজিলিয়ান মার্কোস লিওনার্দোকে। তবে ২০২৪-২৫ সালের জন্য আল-হিলালের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লীগের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে নেইমারকে।

নেইমার সৌদি এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর থেকে মাত্র ৫টি ম্যাচে উপস্থিত থাকতে পেরেছেন। এরমধ্যে তিনি পেয়েছেন ১ গোল। নেইমারকে ছাড়াই অবশ্য দূর্দান্ত খেলছে আল হিলাল। মৌসুমের প্রথম চার ম্যাচেই জয় পেয়েছে তারা। পরবর্তী ম্যাচ শনিবার, ঘরের মাঠে আল খুলুদের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে তারা।

অনুশীলনে আলাপচারিতায় ভারত কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক রোহিত শর্মা।- বিসিসিআই

প্রিমিয়ার লিগে সপ্তাহে বেতন ৬ কোটি!

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলের সঙ্গে অর্থের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে ক্লাব ফুটবলে অর্থই অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে। ফুটবলারদের ক্লাব বদলানোর পেছনেও বড় ভূমিকা রাখছে অর্থ। ফুটবলপ্রেমীরাও বিষয়টি নিয়ে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। প্রিয় খেলোয়াড়দের কে কেমন বেতন পান, তা নিয়েও আছে কৌতূহল। ক্লাব ফুটবলে টাকার ছড়াছড়ি সবচেয়ে বেশি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি তারকা ফুটবলারও খেলেন। গ্রীষ্মকালীন দলবদলে এখন তো প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলো নিয়মিতই ১০০ কোটি পাউন্ড (১৬ হাজার ১০ কোটি টাকা) খরচ করছে। যদিও কোন খেলোয়াড় কত পারিশ্রমিক পাচ্ছেন, অনেকেরই তা অজানা থেকে যাচ্ছে। ক্লাবগুলোও পারিশ্রমিকের অঙ্কটা প্রকাশ্যে আনে না।

তবে ফুটবল অর্থনীতি ও বেতনবিষয়ক বিশ্লেষণী প্রতিষ্ঠান ‘ক্যাপোলজি’ প্রিমিয়ার লিগের ২০২৪-২৫ মৌসুমের ২০ ক্লাবের ৫৩৯ জন খেলোয়াড়ের সাপ্তাহিক বেতনের তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এবারের মৌসুমে সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি পাচ্ছেন কেভিন ডি ব্রুইনা। বেলজিয়ামের এই তারকা মিডফিল্ডার ম্যানচেস্টার সিটির কাছ থেকে প্রতি সাত দিনের জন্য পান ৪ লাখ পাউন্ড (৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা)। সবচেয়ে কম বেতন পান বোর্নমাউথের উইল ডেনিস। এই গোলকিপার পান ২ হাজার পাউন্ড (৩ লাখ ১৯ হাজার টাকা)। বেতনে শীর্ষ দশের চারজনই প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি খেলোয়াড়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**